তুলসীগঙ্গার তীরে...

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)

সামাজিক, জীবনমুখী ও রোমান্টিক প্রেমের কবিতা

সাগরিকা প্রকাশনী

তুলসীগঙ্গার তীরে...

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)

স্বত্বঃ লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৫

প্রকাশনায়:
সাগরিকা প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়: ঝিকরগাছা, যশোর- ৭৪২০
শাখা অফিস: নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৭৩১৫৬৪১৬৪

প্রকাশক:
চাষী এস.কে খান
প্রচ্ছদ:
চাষী এস.কে খান

পরিবেশক:
ছায়া প্রকাশন, উচ্ছ্বাস প্রকাশনী
প্রহেলিকা প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশক:
রকমারি ডট কম
মুদ্রণ ও বাঁধাই
দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স ২৮/১, রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ২৫০

ISBN: 978-984-96430-8-1

উৎসর্গ

যার সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করে,
সে আমার একমাত্র কন্যা মোছাঃ নাফিসা ইসলাম নির্ঝরা মামণি কে।

লেখকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। "তুলসী গঙ্গার তীরে..." আমার প্রকাশিত প্রথম কবিতার গ্রন্থ। এই বইয়ে স্থান পেয়েছে আমার ডায়রির পাতার নির্বাচিত সেরা এবং সবচেয়ে পছন্দের কবিতা গুলি। সাহিত্য অনুরাগী মন অবসর পেলেই কবিতার ছন্দ বাঁধে। মাথায় যা কিছু আসে, তাই লিখে ফেলি। মাঝে মাঝে সেগুলোর দু-একটি কবিতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কবিতা গুলি আমার কৈশোরের স্মৃতিময় গ্রাম খিদিরপুরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া তুলসীগঙ্গা নদীর বর্ণিল স্রোতধারা এবং এর তীরে বসবাস করা মানুষের দৈনন্দিন জীবন জিবিকা ও প্রকৃতির নৈস্বর্গিক আবহে লেখা।

সেই সঙ্গে লিখেছি কিছু সামাজিক ও জীবনমুখী মৌলিক কবিতা। যা স্বভাবসুলভ ভাবে খুবই সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় লেখার চেষ্টা করেছি।
কবিতার মাধ্যমে তুলে আনবার চেষ্টা করেছি, বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বিভিন্ন অসংগতি গুলি। যা আমাদের নিত্যদিনের স্বাভাবিক দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।
আশা করছি আমার হৃদয় নিঃসৃত এক একটি রক্তের ফোঁটার মতো এই কবিতা গুলি আপনাদের নিরাশ করবে না।

সকলের মনোমুগ্ধতা ও দোয়া নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।
আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার স্ত্রী মোছাঃ ফাহিমা ইসলাম এবং মেয়ে নাফিসা ইসলাম নির্ঝরাকে। যাদের ব্যাপক অনুপ্রেরণা আমাকে আপনাদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।
ধন্যবাদ জানাতে চাই সহকর্মী বিমল ঘোষ কে যে আমার লেখা কবিতার প্রথম পাঠক।
বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সাগরিকা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ সবুজ হুসাইন ভাইকে। যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটি সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
সুপ্রিয় পাঠক এই বইয়ের কোন একটি শব্দও যদি আপনার মনে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, কিংবা আপনার হৃদয়ে দাগ কাটে। তবে তা পরম পাওয়া হিসেবে নেব।
সকলের সার্বক্ষণিক সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সব সময়। খোদা হাফেজ।

সূচিপত্র

- ❖ বৃষ্টি ভেজা দিনে ০৭
- ❖ সন্তর্পণে ধর হাল ০৮
- ❖ স্বীয় কন্যাকে ০৯
- ❖ প্রেমাস্পদ ১০
- ❖ তুমি জয়ী ১১
- ❖ কালবৈশাখী ঝড় ১২
- ❖ শিকল ভাঙ্গার গান ১৩
- ❖ মুক্তির পদযাত্রা ১৪
- ❖ রঞ্জিত রাজপথ ১৫
- ❖ তুলসীগঙ্গার তীরে ১৬
- ❖ মিছে ডরাও কিসে ১৭
- ❖ নেই কোন দাম ১৮
- ❖ শিশিরের দুল ১৯-২০
- ❖ ভালোবাসি বড় বেশি ২১
- ❖ ভালো থেকো প্রিয়তমা ২২
- ❖ শিশির ভেজা প্রেম ২৩-২৪
- ❖ তুমি ছাড়া কেউ নেই ২৫
- ❖ কিছু অসমাপ্ত পংক্তি ২৬
- ❖ দূরে থেকেও কাছে ২৭
- ❖ কে আছে বাঁচাবার ২৮-২৯
- ❖ কি দেখে দিলে মন ৩০
- ❖ হতাম যদি ৩১
- ❖ এসো বাঁচি একসাথে ৩২
- ❖ কে তুমি ৩৩
- ❖ ক্রোধের আগুন ৩৪
- ❖ বড় সম্পদ ৩৫-৩৬
- ❖ চলে যাবো দূরে ৩৭
- ❖ রুপান্তরিত ছেলেবেলা ৩৮
- ❖ ছন্দহীন সাম্যের গান ৩৯
- ❖ সাধনায় হইবে মানুষ ৪০
- ❖ সুখের সময় পার হয়েছে ৪১
- ❖ সময় করে অবহেলা ৪২
- ❖ সুখের পায়রা ৪৩
- ❖ সেজদা তাহার চরণে ৪৪
- ❖ সাদা ক্যানভাস ৪৫
- ❖ স্মৃতির মণিকোঠায় ৪৬
- ❖ আমি তো প্রেমিক ৪৭
- ❖ কান পেতে রই ৪৮
- ❖ ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস ৪৯
- ❖ জীবন কুরবান ৫০
- ❖ জীবন নায়ের মাঝি ৫১
- ❖ জীবনের পথ ৫২
- ❖ তিন বোন এক ভাই ৫৩
- ❖ দিন বদলায় ৫৪
- ❖ ধের্যের পথ ৫৫-৫৬
- ❖ নফসের সাথে সংগ্রাম ৫৭
- ❖ পৃথিবী নামের পাঠশালা ৫৮
- ❖ পেরিয়ে যাক মহাকাল ৫৯
- ❖ প্রাণের নওগাঁ ৬০
- ❖ বিস্ময়কর যান ৬১
- ❖ খিদিরপুরের গাঁয়ে ৬২-৬৪
- ❖ লোভের চোরাবালি ৬৫-৬৭
- ❖ ফিরে আয় যাদু ধন ৬৮
- ❖ বৃষ্টি বিলাপ ৬৯
- ❖ তোমার সোনামুখ ৭০
- ❖ অন্তিম পরিচয় ৭১-৭২
- ❖ উৎকণ্ঠিত মন ৭৩
- ❖ ইয়া রাহমানুর রহীম ৭৪-৭৫
- ❖ মুমিনের জীবন ৭৬
- ❖ দুর্দমনীয় পাখি ৭৭
- ❖ চান্নি পসর রাতে ৭৮
- ❖ ভয় নেই মায়াময়ী ৭৯
- ❖ তবুও স্বপ্ন দেখি ৮০

বৃষ্টি ভেজা দিনে।

তুলসীগঙ্গার বালুকাবেলায়
ঢেউ আছড়ে পারে,
মন আজকে উদাস বড়ই
থাকতে চায় না ঘরে।
নীল আকাশের খেয়ায় ভাসে
কালো মেঘের ভেলা,
বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি দেখে
মন হলো উতলা।
ভিজে জুবজুব গাছের ডালে
উৎকণ্ঠিত জোড়া পাখি,
মেঘলা দিনের দারুন আবেগ
কেমনে ধরে রাখি।
পথ ভিজে যায় গাঁ ভিজে যায়
ভিজে যায় মোর আঁখি,
সিক্ত হলো স্মৃতিগুলো আজ
বোবা স্বপ্নেরা মাখামাখি।
দিবস রজনী উদাস হয়ে
জানালায় চেয়ে থাকি,
মধুর এ লগন বৃথা চলে যায়
কোথায় রয়েছো সাথী।
শালিকের ডানায় ভর দিয়ে যবে
আসবে তুমি কাছে,
শংকিত কিবা অশ্রু লুকাবো
যদি বৃষ্টি না থাকে পাছে।
তব সাক্ষাতে হবে সলিল সমাধি
মোর আবেগের তরীখানি,
জলের তলায় বলবো আমি
ভালোবাসি তখনই।

সন্তর্পণে ধর হাল!

মন যমুনায় জোয়ার দেখে
নাও বাইও উর্ধশ্বাসে,
শক্ত হাতে ধরিও হাল নচেৎ
ডুববে জলোচ্ছ্বাসে।
ফুঁসে উঠা সাগর উত্তাল ঢেউ
কিসের এত ত্বরা?
অবনত নেত্র আবির মাখা মুখ
পড়বে যখন ধরা!
শক্ত দাঁতে সজাগ চোখে
খুব ধীর ছাড়ো শ্বাস,
হৃদয়ের দোর বন্ধ করে
স্তব্ধ রাখো যত আশ।
ঢেউয়ের তালে সন্তর্পণে
চালাও বৈঠা খানি,
প্রতিকূল স্রোতে রুখ দাঁড়
কৌশলী হও তখনই।
দরিয়ার মুখ আগ্রাসি স্রোত
হা-করে তেড়ে আসে,
নতজানু তুমি ছেড়ে দিলে হাল
সলিল সমাধি অবশেষে।
ঢেউয়ের ঝাপটায় ভিজবে তনু
ভিজবে নায়ের পাল,
এক লাফে তুমি ডিঙ্গিয়ে যাবে
এ তো নয় ছোট খাল।
উর্মির দোলা শান্ত এখন
এসেছে ভাটির টান,
আঁধার ফুঁড়ে উঠেছে রবি
শুনো হায়দরী গান।
ওহে বিক্রম মাঝি বুঝে হাওয়ার মর্জি
তুলে নাও না'য়ের নোঙ্গর,
বিজয়ী তুমি অভিযান শেষ
ওই দেখো জয়ের বন্দর!
উপরেছে দন্ত উচ্চে তব শির
দরিয়া আজ নির্বিশ,
জয়ের মাল্য তোমারি প্রাপ্য
জোয়ার করে কুর্নিশ

স্বীয় কন্যাকে উপদেশ!

মামণি তোমায় বুঝতে হবে
সুখ নেই অর্থবিত্তে,
সুখী হতে গিয়ে সবার আগে
সুচিন্তা এনো চিত্তে।
খুব সহজেই পাতবে না হাত
তব মূল্যবোধটা জেনো,
মধ্যবিত্তে জন্ম তোমার
ভুলিও না কখনো।
আত্মসম্মান বড় সম্পদ
যা বিরল নিম্ন উচ্চবিত্তে,
অর্থের কাছে পরাজিত হয়ে
ওরা মরে যায় দিননিত্যে।
ইচ্ছেগুলিকে মুচকি হাসিতে
ভুলে যাবে সহজে,
আক্ষেপ যেন কোনক্রমেই
না আসন গেড়ে বসে।
অতি অল্পেই তুষ্ট হবার
চেষ্টা করবে সদাই,
মধ্যবিত্তের জীবনে মাগো
বিলাসিতার স্থান নাই।
সামাজিক শিষ্টাচার মধ্যবিত্তের
অলংকার মনে রেখো,
আত্মত্যাগকে প্রাধান্য দিয়ে
একসাথে মিলে থেকো।
ধর্মের পথে থেকো আজীবন
ন্যায় অন্যায় মেনে,
দুর্বল জনকে আঘাত মাগো
করো না সজ্ঞানে।
মানবিকতা-মানবতা বোধ
সদা থাকে যেন চোখ মেলে,
মনে রেখো মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হবে
পরস্পরে বিশ্বাস উঠে গেলে।

প্রেমাস্পদ!

হৃদয় সপ্তর্ষির ঘন্টা খানা
উঠল বেজে কিসে?
অনুভবের মানুষটা কি
স্বপ্নেও কভু আসে?
যার প্রেমের শ্রোতে মন সারাক্ষণ
অথৈ জলে ভাসে,
চক্ষু বুজলেই সেই প্রিয়মুখ
কভু মনস্পটে আসে?
যার লেখার মায়ায় কথার ছোঁয়ায়
হৃদয় পেখম খোলে,
তার কণ্ঠস্বরের কমলতায়
মনে কাঁপন তোলে?
যার নীরবতা প্রশ্ন জাগায়
আপন হিয়ার মাঝে,
তার উপস্থিতি সুখ কি জাগায়
সকাল দুপুর সাঁঝে?
যার হর্ষধ্বনী নয়ন মনি
বাজায় প্রেমের সুর,
মন বাগানে আসন তাহার
কাছে নাকি দূর?
যার সরলতা মুগ্ধ করে
গম্ভীরতায় অশ্রু,
অল্প পেয়েই তৃপ্ত সে জন
চায় না বেশি কিছু!
যে স্বপ্ন দেখায় উড়ে যাওয়ার
ছোট্ট পাখির বাসার,
তাঁকে যায় কি দেওয়া অনুমতি
একটু কাছে আসার?
যারা হাতটি ধরে অনন্তকাল
হাঁটতে ইচ্ছা করে,
তার বুকের খাঁচায় আগুন জ্বেলে
ঘুমাও কেমন করে?
যার দীপ্ত কাঁধে মাথা রেখে
নিশ্চিন্তে আঁখি বুজ,
অনাদরে হারিয়ে তাকে
আবার কেন খোঁজো?

তুমি জয়ী।

তিমির আঁধার বিদীর্ণ করে
পূর্বাশার আলো হয়ে,
কে তুমি? আহা ভেবে মরি হায়!
দুয়ারে রয়েছো দাঁড়িয়ে।
তোমার আগমনে হৃদয়ের উঠোনে
ঝড়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি,
প্রতীক্ষিত স্মৃতিরা চঞ্চল হয়
ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি।
বড়ই চেনা মনে হয় অচেনা নাম পরিচয়
অবশেষে এলে মায়াময়ী.....?
বিস্তর দ্বিধা ভুলে পরাজয় মেনে নিয়ে
অকপটে বললাম তুমি জয়ী।
সাদর সম্ভাষণ দেখো হৃদয়ের আসন
আজও রয়েছে তেমনি ফাঁকা,
আজ আর ভাবতে চাই না কেমন ছিল
মোর দুঃসহ জীবন একা!
পুষ্পের গালিচায় প্রিয়া চরণ দু-খানা
আলতো করে রাখো,
গুজে দেওয়া ফুল বেণীতে দুলিয়ে
রানীর বেশে থাকো।
আজ পুষ্প অলংকারে সাজাবো তোমায়
কতদিন বাদে এলে!
মৃত্যু উপহার দিয়ে যেও মায়া
আবার যদি যাও ফেলে!
সেই চঞ্চলতা ফের নতুন করে
দেখছি দুচোখ ভরে,
ব্যাকুল হৃদয় কত কথা কয়
তা বুঝাই কেমন করে!
ময়ামায়ী এ কোন নতুন রূপে
এসেছো আমার জীবনে,
অনুভবে সদা থেকো মোর পাশে
পাই যেন কাছে মরণে!

কালবৈশাখী ঝড়

সেদিনও ছিল এমনই এক
দুর্যোগ ময় রাত,
মস্ত একেকটি বজ্র পড়ছিল
দ্রিম...কড়....কড়াৎ!
আকাশ ফেটে চৌচির যেন
স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে যায়,
নিনাদ দেখে মনে হয় বুঝি
কিয়ামত হয়ে যায়!
ঝড়ের তান্ডবে তরুর সারি
সমূলে উপড়ে যায়,
বাঁশের বেড়া ছাপরার টিন
ভেসে যায় হাওয়ায়।
ঘাটের নৌকা ডাঙ্গার উপর
টঙ্গের দোকান জলে,
তছনছ হয় ঘর বসতি
যে জন থাকে ডালে।
চিৎকার চেঁচামেচি প্রাণের আকুতি
শোনা যায় চারপাশে,
কোন অপরাধে বলো আজ খোদা
এই দুর্যোগ নেমে আসে!
পূর্বাকাশ আলোকিত করে
যবে উঠলো সোনার সূর্য,
ধ্বংসলীলায় অনুমান করি
কেমন বেজে ছিল রনতুর্য!
জোয়ারেরে জলে ভেসে গেছে সব
ভেসে গেছে কত স্বপ্ন,
প্রকৃতির এই নিদারুণ খেলায়
রয়েছেন তিনি মগ্ন!
নুয়ে পড়া ধান কাদার উপর
অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গে,
কিসের এত আক্রোশ খোদা
কিসের জোয়ার গাঙ্গে?
উদাস দৃষ্টি কৃষানী বসা
চালহীন চৌকাঠে,
কেমন করে জ্বলবে উনুন
পেটে থাকলে তো সহে পিঠে!
উঠোনের কাদায় লুটোপুটি খায়
সদ্য মৃত প্রাণ,
কোন অভিশাপে রুদ্ধ হল
আজকে খুশির বান?
কুমার পাড়ার ভাঙা হাঁড়ি-নুড়ি
গড়াগড়ি খায় মাঠে,
উন্মাদ মাঝি হুন্য হয়ে
নৌকা খুঁজে ঘাটে!
যে যেভাবে পারে বেঁচেছে মানুষ
মায়ের কোলে শিশু,
ছটফটিয়ে আত্মাহুতি দেয়
গোয়ালের বোবা পশু।
নিথর একেকটি শব দেহ যেন
চিৎকারে মোরে কয়,
বারবার এমন তান্ডব কেন
মোদের ওপরে বয়?
দিন এখন অনেক বদলেছে
বদলেছে জীবনযাত্রা,
প্রকৃতি ও তেমন বদলেছে রূপ
ওর বদলেছে ধ্বংসের মাত্রা।
খরা বন্যা ঝড়ের আঘাতে
একদা করত মানুষের ক্ষতি,
আজকের দুনিয়ায় ভূমিকম্প হতে
মানুষ কেমনে পায় নিষ্কৃতি।
যুগান্তরের এই ধ্বংসলীলা
স্বীয় কর্মের ফসল ভাই,
কর্ম দোষে আজ বিরূপ পৃথিবী
তাই ফলাফল হাতে পাই।
নিজ প্রয়োজনে কারণে-অকারণে
উজাড় করেছো বন,
কেন প্রতিনিয়তই বাড়িয়ে চলেছ
বাতাসে কার্বন নিঃসরণ?

শিকল ভাঙ্গার গান

মনুষ্যজ্বাতি আদিকাল থেকেই
মুক্তির স্বাদ চায়,
জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষ
শিকল ভাঙ্গার গান গায়।
সকলজনই স্বাধীনতা চায়
এর মানে কয়জন জানে,
স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়
কয়জনে তা মানে।
চোর যদি বলে স্বাধীন আমি
চুরি করবো অনায়াসে,
রাতারাতি ধনী বুনে যাবো আমি
রইবে না কেউ পাশে।
নেতা যদি বলে দেশটা আমার
জনগন কিসের কি,
রসাতলে যাক সার্বিক অবস্থা
আমিতো ভালো আছি!
সকল স্তরের মানুষ যদি
দায়িত্ব ছেড়ে বসে,
সহ্য হবে কি মানবিক বিপর্যয়
যদি পৃথিবীতে নেমে আসে।
অন্যায়ের দেয়াল ভাঙ্গতে হবে
নিয়মের মধ্যে থেকে,
জুলুম রুখতে নতুন জুলুম
আটকাও সতর্কে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত কর
ভাঙ্গো শোষকের দাঁত,
শান্তির বাতাস বইবে দেশে
হয়ে অশান্তি কুপোকাত।
বিবেকের শিকল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধো
কুপথ থেকে ফিরবার,
চক্ষুমুদলেই পরকাল হয়
স্বরণ থাকেনা তোমার?

মুক্তির পদযাত্রা

দিকে দিকে আজ মুক্তির গান
সবে গাহিছে সমস্বরে,
বজ্রকণ্ঠের শুন্যতায় লোকের
অশ্রু ঝরিয়া পরে।
নানাবিধ শৃঙ্খলে দেখ জনতা
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,
দুঃসহ এ জীবন থেকে মুক্তি
দেবে কোন মুক্তিদাতা।
কাল এসেছে আজ মাতৃমুক্তির
নতুন ফতোয়া জারির,
নারী আর কত সহ্য করবে বল
আঘাত পুরুষের তরবারির।
অর্থপিপাসু রক্তপিপাসু
বনে গেছে দুই ভাই,
মরন আঘাত হানবে গর্দানে
হিম্মত কারো নাই?
বেকার যুবা শিথিল নাভী
চামড়া গিয়েছে ঝুলি,
আশার বাণী শুনিয়ে আনবে
কে হতাশার শিকল খুলি?
আলেম জালেম একসাথে বসা
পৃথক করিবে কে?
স্বার্থ যখন সম্মুখে থাকে
গ্রন্থের কি দাম আছে!
ধুলায় লুটিছে বিশ্ব মানবতা
চেয়ে আছ আকাশ পানে,
মুক্তি তোমার হাতেই বন্ধি
কি খুঁজো আসমানে?
দুনিয়ায় যত অনাচার আর
দেখেছো যত ছল,
কাকে দোষারোপ করবে তুমি
সব দু'হাতেরই কর্মফল।
ধনীর পাতে সুস্বাদু ফল
অনাথের চোখে জল ,
করে ধনী-দরিদ্র এক কাতারে শামিল
কোথা সে বীরের দল?

রঞ্জিত রাজপথ

চলছে ডিজিটাল ক্র্যাক ডাউন
বাতাসে লাশের গন্ধ,
রাজপথে শুনশান নীরবতা
শাসকের স্পন্দনও বন্ধ!

বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর
রূদ্ধ করতে ভয়াবহ টর্চার,
থেঁতলে যাওয়া পেটুয়া বাহিনীর লাঠি
কে আছো বজ্রমুষ্ঠি তুলে ধরবার?

সাউন্ড গ্রেনেড রাবার বুলেট
টিয়ার শেলের আঘাত,
ঝাঁঝালো কাঁদানে গ্যাস গরম পানি
দিতে হবে মোক্ষম প্রতিঘাত।

বাংলা ব্লোকেট, কমপ্লিট শাট ডাউন
সারাদেশ মুখরিত স্লোগানে,
বীরের বেশে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সদা স্মরিবে জাতি শত জনমে।

কলম ছেড়ে ওরে লাঠি কেন হাতে
শিখতে হচ্ছে কেন পিকেটিং?
বৈষম্যের কোটায় ঠেকেছে দেয়ালে পিঠ
জেগেছে ঊষার রবি ভয়হীন।

শাসকের গদি নড়ে গেছে নিশ্চয়ই
তাই কি গো কারফিউ ঘোষণা?
মেনে নাও দাবি থেমে যাক সঙ্ঘাত
থাকে যদি তিল সম চেতনা!

এই দেশ আমার এই দেশ তোমার
পরিচয় মোদের বাঙালি,
ভুল বুঝে ক্ষোভ ঝেড়ে কেন অকারণ
আপন রক্তে রাজপথ রাঙ্গালি?

তুলসীগঙ্গার তীরে..

এই চেনা পরিবেশ ছেড়ে
থাকো যতই দূরে,
মিশে যাও এই চেনা তুমি
অচেনা মানুষের ভিরে।
আবার আসিবে ফিরে
কথা দাও হাত ছুঁয়ে,
দেখা যেন হয় আবার মোদের
তুলসীগঙ্গার তীরে।
আমি অভাগী হয়ে
রহিলাম পথ চেয়ে,
ফের হসিবো,যেদিন তুমি
আসিবে আবার ফিরে।
তোমার বাবার চোখে যোগ্য হয়ে
ছয়টি বছর পরে
ফিরিয়া আসিলাম আবার আমি
এই তুলসীগঙ্গার তীরে।
কিন্তু কোথায় ওগো তুমি?
সব যেনো বীরান ভূমি,
আমিতো আমার কথা রেখেছি
কোথায় হারালে তুমি?

কুলিন বধু কাঁদিয়া বলেন
এতদিনে বুঝি এলেন!
এইখানে বসে বীথিকা বোনটি
কতই অশ্রু ফেলিলেন।
গত তিনদিন আগে
অত্যাচার ক্লিষ্ট হয়ে,
কলসী খানা গলায় বেধে
ডুবলেন রাক্ষসী তুলসীর জলে।

ওরে রাক্ষুসে নদী,দূহিতারে
ফিরিয়ে না দাও যদি
অভিসাপ দিলাম তোর
ক্ষরস্রোতা ঢেউ জোয়ার ভাটা
হারিয়ে ফেলবি সবই।
সেই থেকে মরা নদী
এই তুলসীগঙ্গা আদি
কত উপাখ্যান তৈরী হয়েছ
দেখবে এসো যদি।

মিছে ডরাও কিসে?

ঘুম ভাঙলে বসবে যখন আপন বিছানায়
জানালা খুলে রৌদ্র হয়ে পড়বো তোমার গায়,
ফুলের গন্ধে মন আনন্দে হবে দিনের শুরু
ঠোটের ছোঁয়া পড়বে যখন কাঁপবে কি ওই ভ্রু!
কলসি কাঁখে পুকুর ঘাটে এসো নিরালায়
জলের তলায় আমার ছবি দেখা কি গো যায়?
লাজুক চোখের চাহনিতে যেদিকেই তাকাও
কোকিল বেশে গাছের ডালে আমায় দেখতে পাও?
জলদি করো কলসি ভরো মা দেখ ঐ ডাকে
প্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো পথেরও বাঁকে!
ঘর-কন্যায় রান্না-বাড়ায় গুন-গুনিয়ে গান
সংসারটা যে মনে হবে ফিরে পেলো প্রাণ!
কাজের শেষে নাইবার কালে চাপবে যখন কল
ফোঁটায় ফোঁটায় হবো তোমার ভেজা শাড়ির জল!
ভেজা কামিজ ভেজা ওড়না দুষ্টুমিতে ভরা
আষ্টেপৃষ্ঠে ওই অঙ্গেতে থাকবো যে আনকোরা!
ভরদুপুরে উদাস হয়ে বসবে যখন জানালায়
বাতাস হয়ে পড়বো ঝেঁপে তোমার দোপাট্টায়,
আহার শেষে শুইবে প্রেমের উপন্যাসটি হাতে
বইয়ের পৃষ্ঠায় ছবি হয়ে কথা বলবো তোমার সাথে।
আয়নার সামনে সাজতে বসবে যখন সন্ধ্যাকালে
পুষ্প হাতে দাঁড়ানো দেখবে সম্মুখে তাকালে।
ভুল দেখেছো ভাববে যখন মুচকি একটু হেসে
পেছন থেকেই জড়িয়ে ধরব গভীর ভালোবেসে!
যখন রাত্রি বেলায় থাকবে প্রিয়া গভীর নিদ্রায়
সুখ স্বপ্ন হয়ে বসবো এসে চোখেরও পাতায়!
হাসনা হেনার ঘ্রাণ ছড়াবো তোমার আশেপাশে
ভালোবেসে সাথেই আছি মিছে ডরাও কিসে?

নেই কোন দাম

আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম
তব রেশমী চুড়ির হাতে,
হস্তরেখা গুলো এখনও অবধি
লেগে আছে আঁখি পাতে।
আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম
তব কপালের ছোট্ট টিপে,
কত রাত বিরাতে যতন করে
শুধু আমার জন্যই পড়তে!
তোমার এক পাশে সিঁথি করা
দৃষ্টিনন্দন কেশ বিন্যাস,
মুগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিতো চোখে
রচিত হতো অন্তপুরে প্রেমের উপন্যাস।
আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতাম
তোমার উপরের ঠোঁটের তিল,
সারা পৃথিবী খুঁজে পাই নাকো আমি
প্রিয়তমা...তোমার রূপের মিল!
আমি প্রাণভরে উপভোগ করতাম
তোমার ছোট্ট ছোট্ট চঞ্চলতা,
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম
মন চাইতো বলতে কত কথা...!
তোমার আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা আমায়
পাগল করে দিতো জানো,
তোমাকে ছাড়া ধুসর জীবনের গল্প
এই কথা কি কভু মানো?
তোমার মুখ নিঃসৃত পবিত্র তেলাওয়াত
রোজ সকালে জাগায় আমায় জানো?
এখনো কি নামাজ শেষে দুহাত তুলে
মায়া...দোয়া করো আমার জন্য?
এখনো কি কথোপকথন কালে মুখ ফসকে
বেরিয়ে আসে আমার নাম?
দেখেছো মায়া.... স্বার্থপর এই দুনিয়ায়
ভালোবাসার নেই যে কোন দাম!

শিশিরের দুল!

তুমি চাওয়া পাওয়া কি যে ভালোলাগা
তুমিই মনের সুখ,
যত দূরে যাই আর যেদিকে তাকাই
চোখের তারায় শুধু দেখি ঐ মুখ।

তুমি বর্ষার নদী বাঁধভাঙ্গা ঢেউ
হৃদয়ে খবর জানে না তো কেউ,
ভাঙ্গা এই নৌকা ছিঁড়ে যাওয়া পাল
কি দেখে হয়েছো উথাল-পাতাল!

তুমি শরতের সাদা মেঘে রাখালের বাঁশি
কাশফুলের আলতো ছোঁয়া,
জানো তন্ময় হয়ে কেন আসি বারবার?
কোন সুরে আছে এত মায়া!

তুমি শীতের কুয়াশা শুকনো বাতাস
দূরে থাকা আশা নিরাশা,
বেদনার হিমশৈল চেপে আছে বুকে
মন চায় তব উষ্ণতা!

তুমি বসন্তের ফুল নবপল্লবে শোভিত
গাছে গাছে ছেয়ে থাকা আম্র মুকুল।
রানীর বেশে প্রিয়া বসো মোর পাশে
কানে পড়াবো আজ শিশিরের দুল।
তুমি নিঃসৃত কবিতা ছন্দের মমতায়
ভালোবাসার অন্তমিল,
মাঝে মাঝে কেন বিরূপ হয় মন
সবকিছু লাগে গরমিল!

তুমি সুরের তরঙ্গ তৃতীয় অন্তরা
ধুলো মাখা গানের খাতা,
তুমি বাদল দিনে মেঘলা আকাশ
বলে যাও কত শত কথা।

তুমি অচেনা সুরের গানের পাখি
গলা ছেড়ে গাও আজ গান,
তোমার সুরের মূর্ছনায় যদি
এই দেহে ফিরে আসে প্রাণ!

সকালের মিঠে রোদ দুপুরের ছায়া
এক কাপ চা তুমি বিকেলে,
তুমি সন্ধ্যায় গোধূলি রাত হয় মধুময়
পুলকিত ঐ মুখে তাকালে।

তুমি প্রাণের প্রেরণা মনের উচ্ছ্বাস
সারাক্ষণ থাকো আশেপাশে,
জীবনের কাছে কিছু চাইনা তো আর
পাই যেন শেষ নিঃশ্বাসে!

ভালোবাসি..বড় বেশি!

একটা ভুল সময়ে আমার জীবনে
এসেছিলে মায়াময়ী,
"তোমাকে চাই" আহ এ কথাটাও
বলতে আমি পারিনি!
তব অশ্রুগুলো বৃথাই ঝরল
মূল্য না পেয়ে কানা কড়ি,
ডানা ভাঙ্গা আহত পাখির মত
স্বপ্নেরা করত উড়াওড়ি।
আকাশে ছিল ঝলসানো চাঁদ
তবু আঁধারে ঢাকা চারপাশ,
সংশয়ের শিকলে আবদ্ধ মন
ইচ্ছে করেনি প্রকাশ।
মিথ্যে স্বপ্ন দেখাবো না বলে
নীরব থেকেছি আমি,
ব্যথার সে দান গড়েছে বুকে
প্রেমের তীর্থভূমি!
ভীতুর জন্য ভালোবাসা নয়
এ কথা যেমন ঠিক,
ভেবেছিলে কভু ছিল কি সেদিন
সাহসী হবার ভিত?
ছোট্ট একটি কাঁধে পাহাড়সম দায়
একদিকে তোমার হাসি,
চির দুঃখী ওই মুখগুলো এড়িয়ে
বলো কি করে ভালোবাসি!

মন ভাঙার শব্দ আমিও শুনেছি
খুব নিভৃতে নিরবে,
অশ্রুর স্রোত বয়ে যেতে দিয়ে
ভেঙে পড়িনি আবেগে।
নির্বিকার আমি এতশত চাপ
ভালোবাসায় দিয়ে আঁড়ি,
কি আর করবে দিলে সম্মতি
তুমি যে অবলা নারী!
ততদিনে তুমি বুঝে গেলে সবই
খুঁজে নিলে আপন পথ,
মোক্ষম জবাব দেবে আমাকে
মনে মনে নিলে শপথ।
আঘাত তো আমায় সবাই দিল
তুমি কেন পেছনে রইবে!
শুধু অপেক্ষায় রইলাম আমার হয়ে
সময় যেদিন কথা কইবে!
আজ বাতাসের তরঙ্গে চিৎকারে বলি
ভালবাসি..... ভালবাসি...!
মায়াময়ী তোমায় প্রয়োজন জীবনে
বড় বেশি.... বড় বেশি....!
জানি কথাগুলি বোমেরাং হয়ে
এ বুকে এসেছে ফিরে,
চিরকাল তুমি ভাস্বর থেকো
তোমার সুখের নীড়ে!

ভালো থেকো প্রিয়তমা!

একেবারেই হাওয়ায় মিলিয়ে যেও না
মাঝে মাঝে একটু সাড়া দিও,
আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় থাকি
প্রিয়তমা.. অন্তরে ভেবে নিও!
চাতকের মতো চেয়ে থাকি আমি
তুমি বৃষ্টির ফোঁটা হইও,
আঁধারে ঢাকা জীবনে আমার
আশার প্রদীপ জ্বেলো।
সারা দিনমান কাজ নিয়ে থাকো
রাত্রিতে মোর হইয়ো,
ক্লান্তিতে ন্যূব্জ চোখের পাতায়
ঠোঁটের পরশ দিও।
অনুভবে আমি ঘ্রাণ নিই তোমার
দখিনা হাওয়ায় চুলের গোছা খুলো,
দু'পায়ে মাড়িয়ে যেওনা কভু
আমার স্বপ্ন গুলো।
কপালের টিপ মুছবে না কভু
পরম যত্ন নিও,
আলোকবর্তিকা দেখি ওইখানে
আমার চোখে দেখো।
বহুদিন বাদে পেয়েছ স্বজন
আনন্দে মেতে থাকো,
দুচোখে তোমার অশ্রু মুছে
সুখের কাজল আঁকো।
মান-অভিমান বিকিয়ে দিয়ে
প্রীতির সওদা করো,
ফেরার কালে দুর্জন মনেও
ব্যথার মিনার গড়ো।

শিশির ভেজা প্রেম!

তোমার মায়ায় নিমগ্ন আমি
আমার মনে তোমার বাস,
তোমায় পেয়ে যেন অনন্ত ছুঁয়েছি
জীবনে শান্তি পেয়েছি একরাশ।

প্রেমের শিশিরে ভেজা সজীব গোলাপ
প্রতিটা মুহূর্তে ছড়ায় ঘ্রাণ,
মায়া তুমি পারো.. শুধু তুমিই পারো
এমন করে ভেজাতে এই প্রাণ।

হৃদয়ের শুকনো মরুতে শুধু তোমার স্পর্শেই
গজাতে পারে বৃক্ষ তরুলতা,
প্রেমের দোহাই দিয়ে বলি, ফের নতুন করে
মোরে দান করো সেই সজীবতা।

কৃষ্ণচূড়ার বাহারে সজ্জিত কর
পলাশের উজ্জ্বল দীপ্তি,
এত ভালোবাসি তবু ভালোবাসি
ভালোবেসে পাই যেন তৃপ্তি।

মায়াময়ী তোমাকে পেয়ে যেন পেয়েছি হাতে
দীপ্তিময় আকাশের চাঁদ,
পূর্ণিমার সে মায়াবী আলোয় চলো হাঁটি একসাথে
চোখে চোখ হাতে রেখে হাত।

সূর্যের কিরণ যেন আলোকিত করছে
মোর ডুবে থাকা আঁধার ভুবন,
আলোর সে বন্যায় ভেসে যেতে চায়
চিরকালের নিমজ্জিত মন!

সেই আলোক রশ্মিতে ঝিলিমিলি করে
হৃদয়ের ঝিরিঝিরি পাতা,
পলকে পলকে হেসে উঠে মন
বলে যায় কতশত কথা।

বুঝি রংধনুর সাত রঙ তুমিই রাঙালে
আরো আগে কেনো এলে না!
হৃদয় আকাশের এই রঙিন সাজ
তুমি না এলে দেখা হতো না।

তুমি প্লাবন হয়ে আসলে যেন
ভাসিয়ে নিতে সুখ সাগরে ।
হৃদয় উঠানে আজ উচ্ছ্বাসের ঢেউ
মন ভাসলো এ কোন সুখে আহারে!

আজ আমার হৃদয় সপ্তর্ষি ছুঁয়ে
করে তুলেছো মাতাল,
আসবে ঝড় আসবে তুফান
শক্ত হাতে ধরে থেকো হাল!

তুমি ছাড়া কেউ নেই।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে
মনের আকাশেও তাই,
কালো কালো মেঘ জমাট বাঁধা শোক
বেদনার অন্ত নাই!

বৃষ্টির ফোঁটায় ধুয়ে যেত যদি
মনের যত ক্লেশ,
প্রফুল্ল চিত্তে ছন্দ বাঁধত মন
স্মৃতি হতো নিঃশেষ।

হৃদয়ের পালে লাগেনা হাওয়া
সমীরণ গেছে বনে,
উজান গাঙ্গের নাইয়া যে জন
পৌঁছাবে পারে কেমনে?

একে তো বয়সী নড়বড়ে নাও
বৈঠা খেয়েছে ঘুণে,
পাহাড় সমান আগ্রাসী ঢেউ
আঘাত করে গুনে।

কানা কলসিতে ধরেছি জল
যতনে রেখেছি চালে,
তৃষ্ণা নিবারণে হব কি সমর্থ্য
চক্ষু মুদিবার কালে?

পারের কড়ি না পাই যদি
কেমনে ওপারে যাই,
নিদান বেলায় দীনবন্ধু
তুমি ছাড়া কেউ নাই।

কিছু অসমাপ্ত পংক্তি

কিছু বিদায় প্রিয়জনকে আরো কাছে এনে দেয়
কিছু কান্না মাঝে মাঝে হাসতে শেখায়,
কিছু প্রিয় মানুষ দূরে গিয়েও কাছে থেকে যায়
কিছু প্রেমের কাছে দূরত্ব হার মেনে যায়।
কিছু আশা হারিয়ে যায় কুয়াশায় ঢাকা দূরাশায়
কিছু প্রেম মোড়া থাকে মুক্তার পবিত্রতায়,
কিছু কথা যা আজীবন অব্যক্তই থেকে যায়
কিছু স্মৃতি যা কোন ক্ষণে ভুলে থাকা দায়!
কিছু তিক্ততা মধুরতায় হঠাৎ বদলে যায়
কিছু গল্প আঁখি ভাসায় অশ্রুর বন্যায়,
কিছু হাওয়া কভু প্রিয়জনের ঘ্রাণ এনে দেয়
কিছু আক্ষেপ চিরদিনই মনে রয়ে যায়।
কিছু ভালোবাসা গুমড়ে কাঁদে দায়িত্বের শৃঙ্খলতায়
কিছু লেখা কান্না সরিয়ে অবিরত হাসায় সহসায়,
কিছু শীতলতা ক্রোমেই কাছে আসে চৈত্রের খরায়
কিছু মুখ দেখে মন ভিজে অঝোর ধারায়।

দূরে থেকেও কাছে

হাতে তোমার রেশমি চুড়ি
পড়নে লাল শাড়ি,
চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি
অনিন্দ্য সুন্দরী।
মায়ায় ভরা মুখটি তোমার
কাজল কালো আঁখি,
উড়াল দিয়া চায় গো যেতে
আমার পরান পাখি।
হৃদয় মাঝে কাঁপন তোলা
রহস্যময় হাসি,
অকপটে বলছি মায়া
তোমায় ভালোবাসি।
কানের দুলের মুক্তোর দানা
ডাকে ইসারায়,
প্রেম যমুনায় মনটা আমার
হারায় অবেলায়!
অমানিশার ঘোর আঁধারে
আলোর দিশা নাই,
ঐ মুখের পানে চোখ রাখলেই
দুঃখ ভুলে যাই।
অনুভবে ঘুমাই যখন
তোমার বিছানায়,
সুখের ছোঁয়ায় হৃদয় দোলে
বেহেশতী দোলায়!
অনুভবেই কাটুক জীবন
লাভ কি কাছে এসে?
প্রেম বিরহের জ্বালায় জীবন
জ্বলবে অবশেষে।
বেশ তো আছি আমরা দুজন
দূরে থেকেও কাছে,
ভালোবাসায় মেতে আছি
সকাল দুপুর সাঁঝে।
কাঁপন তোলা ঠোঁটের ফাঁকে
উছ্বল হাসি হেসে,
তোমার খোঁপায় গোলাপ আমি
পরাই ভালোবেসে।

কে আছে বাঁচাবার ?

জনসাধারণের মুখের নির্মল হাসি
বলে দেয় একটি দেশের অবস্থা!
কম সাধে কি অসাধু নেতৃত্বের প্রতি
মানুষের ভেঙে যায় সব আস্থা?
গণতন্ত্রের আবরণে মোড়ানো
মন্ত্রী-এমপি নেতা,
রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসা
আমলা ও অসাধু কর্মকর্তা।
এদের সাথে মিলে যায় যখন
শিল্পপতি সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীদের হাত,
সেই দেশটি তখন নির্বিচারে
শাসন শোষণে হয়ে যায় কুপোকাত।
আইনের ঊর্ধ্বে এরা করে বসবাস
সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নেয় হাতে,
জবাবদিহিতার নাই কোন বালাই
অকল্পনীয় ক্ষমতার দাপটে।
লুটতরাজ জবরদখল ঘুষ দুর্নীতি
সবকিছু চলে অবাধে,
বন্দী জনগণ নাভিশ্বাসে ভাবে
উদ্ধার পেতে কোথা যাবে?
উত্তরণের নেই কি কোন পথ
দেশের এমন অচলাবস্থা থেকে?
উপায় একটাই ভাঙ্গতে সিস্টেম
জনগণ যদি ক্ষমতা নেয় নিজ হাতে।
চাই বিকেন্দ্রীকরণ নির্বাহী ক্ষমতার
ক্ষমতায়ন চাই জনতার,
চাই সত্যিকারের গণতন্ত্রায়ণ
চাই সংস্কার আর্থিক ব্যবস্থার।
তৃণমূল থেকে ক্ষমতার মসনদ
ঢেকে দাও জবাবদিহিতার চাদরে,
গুড়িয়ে দিয়ে শোষকের অত্যাচারী হাত
নিক্ষেপ কর আঁধার কারাগারে।

গড়তে আইন ভাঙ্গে ফেলে আইন
দেশের স্বার্থে লড়তে,
সিনা উঁচিয়ে এগিয়ে এসো জনতা
অপরাধীদের রাস টেনে ধরতে।
ভোটাধিকারের সর্বোত্তম ব্যবহার
নিশ্চিত করো জনতা,
তাকেই মসনদে পাঠাও যে জন
আগে মানুষ পরে নেতা।
ক্ষমতা একটি লোভ দিয়ে ঘেরা
আগুনের তৈরি পোশাক,
সেই লোভের আগুনে পুড়ে গিয়ে হঠাৎ
শাসক হয়ে যায় শোষক!
অর্থের কাছে পরাজিত হয়ে
দিও না ভোটের অঙ্গীকার,
অচেতন থাকলে দেশের জনগণ
কে আছে বাঁচাবার!

কি দেখে দিলে মন ?

আমার চোখে সাধারন আমি একজন
অতি সাধারন এই মন,
অথচ তোমার চোখে কি দেখে জানি না
লেগেছিল আমায় অসাধারণ।
আবেগ মিশিয়ে লেখা সহজ আমার কবিতা
খুব সাবলীল এর ভাষা,
অথচ মুগ্ধচিত্তে উচ্ছল হাসি হেসে
বলতে ওহ খাসা!
জানার ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে থাকা আমার
ছিলনা কোন অভিনয়,
এই সরল চাহনিতে পুলকিত হৃদয় তোমার
কস্মিনকালেও সে কি হয়?
এই তৈলহীন শুষ্ক এলোমেলো লালচে
বাবরি মাথার চুল,
এতে পৌরুষ্যের চিহ্ন কোথায় পেলে
কেনো হৃদয় হবে ব্যাকুল?
নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো এলোমেলো
ভবঘুরে জীবন আমার,
কেন চোখে চোখ হাতে হাত রেখে ছিলে
কি চলছিল মনে তোমার?
তোমার সলজ্জ চাহনি সাহসী এগিয়ে আসা
সে কী প্রেম নাকি অন্য কিছু,
আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম পড়তে সে চাহনির ভাষা
আজও ছাড়েনি সংশয় আমার পিছু।
আর কিছু নয় তাহা প্রেমই হয়তো ছিলো
আমিই পারিনি বুঝতে,
অবহেলা করে তোমায় ব্যস্ত ছিলাম
আমার আমিকে খুঁজতে।
চিরকালের ভাবুক বেয়াড়া মনটা আমার
ভাবনায় ডুবে রইলে নিশিদিন,
আজ বিদায় লগ্ন দুয়ারে মরণ দাঁড়িয়ে
কেন ভেবে আকুল হও অর্থহীন।

হতাম যদি

হতাম যদি উড়াল পঙ্খি
তোমায় সঙ্গে করে,
উড়ে চলে যেতাম আমি
সুদূর অচিন পুরে।
ছোট্ট একটা বাসা হতো
বাবুই পাখির মত,
বোঝাই করে রাখতাম ঘরে
রাজ্যের সুখ যত।
ঝড় তুফানে যতন করে
আগলে রাখতাম বুকে,
সুখের স্বপ্ন নিপুণ হাতে
এঁকে দিতাম চোখে।
আকাশ যদি হতাম তোমায়
দিতাম তারার ফুল,
চাঁদের কণা ভেঙে দিতাম
গড়িয়ে কানের দুল!
তারকারাজির বালুকাবেলায়
হাঁটতাম খালি পায়ে,
হাসির ছলে বারে বারে
ঢলে পরতাম গায়ে।
স্মৃতির কথায় উদাস হয়ে
অশ্রু নেমে এলে,
আলপনা এঁকে সাতটি রঙের
রংধনু দিতাম তুলে।

হতাম যদি রোজ সকালের
শিশির ভেজা ফুল,
ধুয়ে দিতাম জমে থাকা
মনের যত ধূল।
হতাম যদি রাখালের ওই
সুরেলা বাঁশের বাঁশি,
দুঃখগুলো সরিয়ে দিতাম
সুরের বেশে আসি।
হতাম যদি তোমার হাতের
রেশমি কাঁচের চুড়ি,
বেলোয়ারি শব্দে বুঝিয়ে দিতাম
কাছেই রয়েছি তোমারই।
পারলে হতাম ওই শরীরের
হেঁটে যাওয়ার দোল,
হতাম যদি অবাধ্য ওই
লাল শাড়ির আঁচল।
হতাম যদি দখিনা বাতাস
খোলা জানালায়
আচমকা এসে আছড়ে পড়তাম
তোমার সারা গায়ে
হতাম যদি কবিতা কিংবা
তোমার গানের খাতা,
অনুভবে তোমার সনে
বলতাম কত কথা!

এসো বাঁচি একসাথে

দুনিয়া জুড়ে আজব মানুষ
দেখছি দুচোখ ভরে!
এই মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
বলিস কেমন করে?
আশরাফুল মাখলুকাত এই বিশেষণ
আর কারো নামে নেই,
শুধু কর্মের কারণেই নিকৃষ্ট হয়ে যায়
এমন উৎকৃষ্ট মানুষেই।
ভালো যত গুণ পূর্ণতা পেয়েছে
সৃষ্টির এই পর্যায়ে এসে,
আবার সেই মানুষের কিছু দোষ
আছে
যা নেই তো পশুর মাঝে।
একে অপরকে ভাই ভাই বলে
আদিখ্যেতার নাই শেষ,
সেই ভাইয়ের মাথায় আঘাতে বাধেনা
হলে স্বার্থের নিঃশেষ।
তর্কে জিততে স্বীয় রক্তকে
লাঞ্ছিত করতে ছাড়ে না,
অন্য সৃষ্টিতে কস্মিনকালেও
এমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।
পাশের ঘরে অনাহারী পড়শীর
বিনিদ্র রজনী কাটে,
কেমন করে ভর পেটে তুই
ঘুমাস সোনার খাটে?
পালা পার্বণে নতুন পোশাক
চড়িয়ে সন্তানের গায়,
ছিন্নমূল পথশিশুর উদলা শরীরে
কখনো কি নজর যায়?
দান যদি করিস পূণ্যের আশে
মনুষ্যত্ববোধ ভুলে,
খোদার রহম আসবেনা ভাই
বৃথা কাঁদিস দুহাত তুলে।
দয়া মায়া মমতার ব্যবসায়ী যে জন
মানুষ কি করে হয়?
সত্যিকারের উদার যে জন
মানুষ তো তারেই কয়।
অর্থ শক্তি রং সৌন্দর্য ক্ষমতা
কদিনের ভূষণ ভাই,
বিবেকের অলংকারে সজ্জিত জন
কোথা গেলে তারে পাই?
ধনী-দরিদ্র একজনই করেন
পরীক্ষা অর্থ সম্পদ,
অহং বসে লোকে ভুলে যায় সব
এখন এটাই চরম বাস্তব।
এসো মানুষ তাই তো বাঁচি একসাথে
পশু হলে কথা ছিল,
তাইতো অনেক আহ্লাদে খোদা
মানুষের জীবন দিল!
পোষ্য পড়শী নিরাপদ যখন
তব হস্ত জিহ্বা হতে,
স্বর্গ উদ্যানে প্রবেশে শুধু
মৃত্যুই বাঁধা থাকে।

কে তুমি?

সারাটা জীবন আগলে রাখলাম
আপন সিনার ভিতর।
এতোটা আপন তবুও তোমায়
রইলাম বেখবর।
জন্মের আগেও লইলে তুমি
বন্ধু আমার সাথ,
তবু তোমায় চিনিলাম নারে
ওরে প্রাণোনাথ।
ভালো কাজে দিলে উৎসাহ মনে
খারাপ কাজে বাঁধা,
জীবন ভরে দিয়ে গেলে
অযুত প্যাঁচের সমাধা।
নিত্য করো ভাবের খেলা
গাঁথো প্রেমের মালা,
হতাশার মেঘ দূর করিয়া
হৃদ করো উজ্বালা।
আপনের চেয়ে আপন হয়ে
বিরাজ করো মনে,
নাম-পরিচয় কোথায় পাব
কেমনে মিলবো তোমার সনে।
আপনই যদি ভাবো আমায়
প্রকাশ্য হও মোর নেত্রে,
ছায়ার মতই থাকো সারাক্ষণ
তুলনা করিব কোন ক্ষেত্রে।
কারণে-অকারণে নিশিদিন যারে
জিজ্ঞাসিলাম কত কথা,
কোনদিনও কি ভাবিয়া দেখিলাম
কে ছিল সেই সখা।
সেই "মহাজন" হৃদয় থেকে
বাইর হয়ে যাবে যেদিন,
আমিত্বের পর্দা ভূলুণ্ঠিত হবে
সব বিলীন হয়ে যাবে সেদিন।
চিনিতে তোমায় তোলপাড় করি
ঊর্ধ্বলোক মর্ত্যভূমি,
চরণে তোমার মাথা কুটে মরি
বলো না কে তুমি?

ক্রোধের আগুন

ধমনীতে যাহার ক্রোধের আগুন
সদা থাকে ধাবমান,
অনলবর্ষণে চারিপাশে তাহার
খাক হয় অবিরাম।
হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়
ভোলে মানুষে পশুতে পার্থক্য,
তর্কবাগিশ হয়ে ওঠে ক্রমেই
একরোখা মতানৈক্য।
ক্রোধান্বিত জন ভ্রমে কি কখন
বিজিত হয়েছে সমাজে,
পরিজন তাহার পালিয়ে বেড়ায়
প্রকাশ্যে এলে পাছে লোক হাসে।
অতিক্রোধে শেষে অমানুষ বোনে
প্রস্থান করে বন্ধু-স্বজন,
নিদ্রা তাহারে একা ফেলে যায়
শান্তির দূরত্ব হয় যোজন।
সমাজের চোখে নিগৃহীত হয়
অপাংক্তেয় ভাবে প্রতি জন,
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে
বসবাস হয় নির্জন।

ষড়রিপুর মাঝে ক্রোধ এক রিপু
ঈশ্বর প্রদত্ত পরীক্ষা,
ধৈর্যের সাথে পরাস্ত কর একে
গ্রহণ কর নতুন দিক্ষা।
ক্রমান্বয়ে মনে ক্ষোভ জমে জমে
ওহে ক্রোধের জন্ম হয়,
ক্ষোভ ছেড়ে তুমি শান্ত হও
শান্তি পাবে নিশ্চয়।
কে তুমি আজি কোথা হতে এলে
ভেবেছ কি অণুক্ষন ?
অহং বসে ক্রোধান্বিত তুমি
ভুলেছো কি বিলক্ষণ!
খোদার ইশারায় হয় সবকিছু
মানুষের ক্ষমতা সীমিত,
এমন ভাবনা ভাবতে শেখো
ক্রোধ হবে প্রশমিত।
ক্ষমা মানুষকে মহৎ করে
ক্রোধ কখনোই নয়,
ক্রোধের কাছে পরাস্ত হইও না
যদি মানুষ হতে হয়।

বড় সম্পদ !

এক পয়সার মুল্য যে জিনিসের নেই
কখনো তাই হয়ে উঠে অমুল্য,
সামান্য পাথরও যদি প্রয়োজনে কাজে লাগে
ভেবে নিও ঐটাই হীরক সমতুল্য।
অজস্র টাকা সর্বদা মনে রেখো
সামান্য কাগজ বৈ আর কিছুই নয়,
অল্প টাকারও অনেক মুল্য দিও
যখন তা প্রয়োজনে ব্যায় হয়।
ব্যাংকে কাড়ি কাড়ি টাকা রেখে
কি লাভ দেখে অন্যের বিলাসিতা,
গাধা সারাটা জীবন চিনির বোঝা বয়
জানেনা চিনি মিঠা নাকি তিতা।
জীবন ভর যে সম্পদ তুমি
গচ্ছিত রাখলে, বখিলের ধন করে!
পরের প্রজন্ম যদি তা নিমিশেই
উড়ায় মদ্যপ জুয়ার আসরে?
কবরে শুইয়ে নির্বাক চোখে দেখবে
ছেলের এসব অপকীর্তি,
নিজের রুহের কষ্ট বোঝনি ভাই
দেখ অবৈধ সম্পদের দুর্গতি।
হারাম আয়ের টাকায় লালিত সন্তান
হয় কি মানুষের মত মানুষ?
আসেপাশের এত খন্ডচিত্র দেখেও
কবে ফিরবে তোমার হুস?
লক্ষ টাকার বিলাসী কাপর পরো
তবু শরীর উলঙ্গ রয়।
হালাল আয়ের মলিন বসনেও দেখ
ইজ্জত ঢাকে ঠিকই।
সাবলিল মুখের মিষ্টি কথায়

অবাধ্যও গলে যায়,
কটু বাক্যের তিক্ষ্ম্য খোঁচায়
আপনজনও হারায়।
সোনাদানা হীরে জহরত
যতই বলো ও ভাই,
মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় সম্পদ
এই দুনিয়ায় নাই।
অঙ্গ হতে আমিত্ব'র পোশাক
খুলবে যেদিন ভাই,
অনুপম এক জীবন পাবে
যেথায় ক্ষমতার দাপট নাই।

চলে যাবো দূরে..

আমি পড়ে থাকি নিশিদিন,
তোমার প্রোর্টেট ছুঁয়ে,
ভালোবাসা মোর ঝড়ে পড়ে
এই ভাঙ্গা হৃদয় চুঁইয়ে।

বুকের ভিতর শূন্য খাঁচায়,
রিক্ত ধ্বনী হয়ে,
তরঙ্গ তালে ক্রন্দন মোর
নিত্য চলে বয়ে।

অশ্রুধারা আড়াল করি
কষ্টে হাসার ছলে,
স্বপ্নগুলো চোখে ভাসে
নিরাশার দোলা চলে।

অনুভূতিগুলো প্রাণহীন এখন
ঝরে পড়ে হতাশায়,
তপ্ত মরুর জীবন পথে
কেউ নেই অপেক্ষায়।

পার্কের ওই বেঞ্চটা এখন
দখলে অন্য কেউ,
স্মরণে এলেই সেদিনের কথা
বুকে উঠে ব্যথার ঢেউ।

মিথ্যে দিয়েই করেছিলে শুরু
ছলনার আশ্রয়ে শেষ,
অভিনয়ে বেশ দক্ষ ছিলে
হলেম আমি নিঃশেষ।

তব পথ কন্টমুক্ত করে
চলে যাব আমি দূরে,
ছায়ার হদিসও পাবেনা খুঁজে
কখনো এমন করে।

বাতায়ন পাশে দাঁড়াবো না আর
প্রেমের চিঠি হাতে,
মিনতি করে বলবো না কভু
চলো হাঁটি একসাথে।

জনমের তরে দিয়েছি বিদায়
আর হবেনা দেখা,
ভুলে যেও মোর সকল স্মৃতি
ওহে আমার প্রাণ সখা।

বাকি পথটুকু একাই চলবো
থাক না বুকে হাহাকার,
ছলনায় ভরা জনারণ্যে
ঠাঁই নেই দাঁড়াবার।

রুপান্তরিত ছেলেবেলা

নির্ঝরা আমায় বারবার টেনে নেয়
দারুন স্মৃতিময় ছেলেবেলায়,
সোনালী সে দিন গুলো চোখের পলকে
হায় কোথায় হারিয়েছি অবেলায়।
ওর চিত্রাংকনের সাদা ক্যানভাসে
এলোমেলো আঁকি-বুকির মাঝে
অলস দিবস যায় নস্টালজিয়ায়
নিজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে।
সে ইস্কুল শেষে ফিরে যখন আসে
অধৈর্যে ব্যাগ ছুঁড়ে দেয়,
চোখ বুজে আসে স্মৃতির আবেশে
সে দিনগুলি কাছে টেনে নেয়।
বিকেলে বাগান কোনে ছোট দ্বিচক্রযানে
দামাল দিনগুলো দেখি বারবার,
ওর সাইকেলে চেপে দিনক্ষণ মেপে
বুঝি ছেলেবেলা এসেছে আবার।
ওর সাঁতার শিখার কালে নদীর জলে
দুপায়ের জলের ঝাপটায়,
ঘুমন্ত কৈশোর আমার ওঠে চোখ মেলে
সহসায় নিজেকে হারায়।
ওর সরল চাহুনি নিটল মুখে
ছোট্ট বিপুল ধরা দেয়,
ওর কান্না হাসি আবেগ অনুভূতি
শৈশব ডাকে ইশারায়।
আমার মতই দুরন্ত চঞ্চল সে
তাড়াতাড়ি বড় হতে চায়,
কেউ ওকে বুঝা শৈশবের মজা
বড় হলেই দায় বেড়ে যায়।
কালের পরিক্রমায় একদা হারাবো আমি
স্মৃতিগুলো মুছে যায় যাক,
মোর শৈশব কৈশোর লালন করে
মেয়ে শত বছর বেঁচে থাক !

ছন্দহীন সাম্যের গান।

দরাজ কণ্ঠে সাম্যের গান
গাহিবার লোক করি সন্ধান,
সবাই মানুষ তবুও কেন
মানুষে মানুষে এত ব্যবধান?
ক্ষণিকের জীবনে ধনী হয়ে তুমি
তাচ্ছিল্য করো গরিবের,
পুরুষ হয়ে গর্ব ধরে না
নীচ চোখে দেখো নারীদের।
অফিসার হয়ে দম্ভে বাঁচো না
শোষণ করো শ্রমিকের,
পদবী তোমার মিছে গৌরব
ভেবে দেখ শোভা ক্ষণিকের।
নিপীড়ন কর চক্ষু বুজিয়া
নিপীড়িতের ব্যথা বুঝনা,
হেলায় হারিয়ে মানবতা তুমি
অকালে তাহাকে খুঁজো না।
সদর দরজায় যে প্রহরী তোমায়
দুবেলা সালাম ঠুঁকে,
আদবের সহিত নিয়ো সে সালাম
মাথাটা একটু ঝুঁকে।
দুনিয়াবী এই সম্মান তোমার
আল্লাহ প্রদত্ত বটে,
দুর্ব্যবহারে মুছিবে সে সবই
লেখা হবে দুর্দশা ললাটে।
যে মাঝি তাহার তরণী বাহিয়া
রোজ করে তব পার,
ফেরার কালে শুধু কড়ি নয়
হাসি মুখেরও সে দাবিদার।
তপ্ত রোদে ঘেমে নেয়ে যে জন
রিকশার প্যাডেল চাপে,
অল্প টাকায় কিনতে সে ঘাম
হৃদয় কভু কি কাঁপে?
শুধু একদিন ভালবেসে তাঁকে
রেখো হাত ওই কাঁধে,
ওরাও মানুষ সম্মান পেতে
ওদেরও তো স্বাদ জাগে।
খবরের কাগজ রোজ সকালে
হাতে নিয়ে বসো রোদে,
কত খবর জমা হকারের বুকে
আজি পুঁছিও ভাই দরদে।
ছোট্ট শিশুর আবদার হয়তো
তার মেটেনি কো অভাবে,
ঘরে বাড়ন্ত চাল বিকল সাইকেল
কিবা খবর সে পৌঁছাবে?
যে কুলি তোমার ভার বয় দেখো
কতটা আপন করে,
তার মলিন কাপড় দেখে কি কভু
হৃদয়ে মোচড় মারে?
ওদের ঘরেও ঈদ চাঁদ আসে
পালা করে আসে পার্বণ,
খুব ব্যস্ত মানুষ সাম্যের গান
গাহিবে বন্ধু কখন?
কাজের বুয়ার সামান্য ভুলে
খুন্তির ছ্যাঁকা বিনিময়,
মানুষ তোমার এহেন আচরণের
পরিণাম ভেবে ভয় হয়!
পথশিশুর মুখের জীর্ণ গালটা
টিপে ছিলে কোনদিন?
শুধু জন্মের দোষে আজকে
ওরা কাঙ্গাল দীনহীন।
বিধাতাও যেন ভুলেছে ওদের
ভবের অথৈ সাগরে,
সাম্যের গান ছন্দ পায়না
গাহিব কেমনে আহারে....!
অধিকার সম অধিকার চাই
আজি মুখরিত দেশ স্লোগানে,
কবে ঘুরবে ওদের ভাগ্যের চাকা
জড়া ধুয়ে মুছে যাবে প্লাবনে?

সাধনায় হইবে মানুষ!

রূপ দেখিয়া যে করিতে পারেনা
স্বীয় আত্ম সম্বরণ
মানুষ তো নয় সে নরপশু
যেন শাস্তি হয় মরণ।
জৈবিক ক্ষুধা কুকুরের ও আছে
ওরা রাস্তায় করে চরিতার্থ।
চরম মুহূর্তে নিবৃত যে জন
ধৈর্যের পরীক্ষায় কৃতার্থ।
মানুষে পশুতে পার্থক্য জানিবে
ওর আত্মসংযমে
ধৈর্যহীন মানুষ নিগৃহীত সবে
ঠাঁই নাই জমিনে।
মানুষ তাই তো সকলই ভাবিবে
পশু হইলে কথা ছিল,
আচরণ দেখিয়া বিভ্রান্ত হই
ওরে মানুষ পদবী কে দিল?
জন্ম নিলেই পশু হওয়া যায়
মানুষ হইতে চাই সাধনা,
মানুষের মত মানুষ যে জন
শত প্রলোভনেও টলে না।
হত্যা জিঘাংসা পশুর মানায়
মানুষের কভু নয়,
অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাযথ করিবে
যদি প্রকৃত মানুষ হয়।
আচরণে তোমার প্রকাশ পাইবে
তুমি মানুষ কতটা বড়,
জন্মের তরে মানুষ হইয়া
মিছে উল্লাস কেন করো?
মানুষ হইয়া মানুষের পাশে
যদি না-ই দাঁড়াতে পারো,
অবস্থান তোমার স্পষ্ট করিয়া
মানুষের ছদ্মবেশ ছাড়ো।

সুখের সময় পার হয়েছে।

ফল ফসল আর পাখিদের কূজনে
বেশ ভালোই তো মেতে ছিলাম দুজনে,
আশা আর ভালবাসার আঙ্গিনায়
ভেসেছিলাম সুখেরই মোহনায়।

স্বপ্ন যেমন ভেঙে যায় আঁধারে
হঠাৎ করে বিছানায় একা করে,
আশাগুলি নিরাশার পদাঘাতে
মুখ থুবরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

প্রেম কখনও হয়ে যায় কি পুরনো?
দুহিতা কে যায় কি ভোলা কখনো?
ঘাত-প্রতিঘাতের এই চরম খেলায়
আমি কেন বারেবারে তোমায় হারাই?

জানি তোমার বুকেও আছে ব্যথা লুকিয়ে
হঠাৎ কান্না হয়ে ঝড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে,
যায় কথার মালা অবহেলায় শুকিয়ে
তীর্থের কাকের মত বসে থাকো মুখিয়ে।

সুখের সময় পার হয়েছে গোপনে
কেমনে একলা থাকবো তোমায় বিহনে।
ফুলে ফুলে সাজানো এ বাগানে
আর কখনো আসবো কিনা কে জানে।

সময় করে অবহেলা!

ভ্রমে ভরা এই জীবনের পথচলা
সবাইকে ভাবি নিজের মত করে,
সম্বিৎ ফিরে দেখি হয়নি পথচলা
যেথায় ছিলাম সেথায় রয়েছি পড়ে।

ব্যাকুল হৃদয়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে
হাতে শুকনো ফুলের মালা,
বেলা যে কখন গেল গড়িয়ে
আজ সময় করে অবহেলা।

সবে ব্যস্ত এগুতে প্রতিমুহূর্তে
ফুসরত বুঝি কারো নেই,
অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের উর্দ্ধে
নির্বিকার পথিক শুধু আমি সেই।

চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নেই আজ মনে
ভুলে গেছি বেদনার অনুভূতি,
কে আছে আমার, একদা কে ছিল সনে
ভুলে গেছি হাসি আনন্দ প্রভৃতি।

অগোছালো স্মৃতি, হৃদয়ের কিছু কথা
আছো কি কেউ শুনবার?
লগ্ন এসেছে ঘনিয়ে, সূর্য হেলেছে মাথা
সময় তো পাবো না আর।

গোধূলির লাল আলো দেখেছি চোখে
আঁধার নামবে এখনই,
কপর্দকশূন্য হাতে চলেছি দূর অজানাতে
চারপাশে নেমে আসে ঘোর রজনী।

মুক্ত করে দিও সম্পর্কের বাঁধন যত
খুলে দিও হৃদয়ের গির,
জনমের তরে মিটেছে মিলনের সাধ
সম্মুখে সময়ের কঠিন প্রাচীর।

সুখের পায়রা

পৌষের রাত হিমেল হাওয়ায়
পথ চলা হলো বুঝি দায়,
কুয়াশার চাদরে রাজধানী ঢাকা
মৃদু ভয় উঁকি মারে কলিজায়।
শুনসান পথ নির্জন গলি
যতদূরে চোখ যায়,
ল্যাম্প পোষ্ট গুলি দাঁত কেলিয়ে
দুপাশে ভুতের মত দাঁড়ায়।
সুউচ্চ ভবনের এক করিডোরে
মিটমিটে আলো জ্বলে দেখি,
উষ্ণ কম্বল আরামের ঘুম
আকর্ষণ করে না নাকি!
সিগারেট ফুঁকছো রাত দুপুরে
কি রে ভাই চোখে ঘুম নাই?
আয়েশি জীবন কেন অকারণ
নিশি জাগো চিন্তায়?

সম্পদ আমার আছে রাশি রাশি
আছে কর্মচারীও দ্বিগুণ,
চারপাশে ঘোরে চাটুকারের দল
চোখে আসেনা কো ঘুম।
অঢেল টাকা ঐশ্বর্যের পাহাড়
বিলাসীতার নাই কমতি,
তবু সুখের পায়রা দেয় না কো ধরা
কোথায় রয়েছে খামতি!
সুনাম আমার আছে ভুরি ভুরি
লোকের চোখে আইকন,
খ্যাতির বিড়ম্বনায় চলি একলাই
উজ্জ্বল শশী ঐ শুন্য পবন!

চাইলেই পাই সব হাতের মুঠোয়
কেন সুখ আসেনা কো মনে,
শুন ভাই মহারথী পারো যদি কর গতি
সুখ পাই কার দর্শনে?

রকিং চেয়ারে দুলিয়ে দেহ
পা দুটো ছড়িয়ে সামনে,
সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে
মিছে সুখ খোঁজ আসমানে!
চাহিদার চেয়ে বেশি গড়েছো সম্পদ
তাই নিদ্রা পালিয়েছে অকালে,
চটে ঢাকা তনু বিছানা রাজপথ
মায়া কি হয়না তাকালে?
কুকুরে মানুষে একসাথে শীতে
জড়সড় নির্ঘুমে কাটে রাত,
মানুষ হয়ে তুমি পারো না বাড়াতে
একটু সাহায্যের হাত!
আত্মসাৎ করলে সহ্য হয় তোমার
সাহায্য চাইলেই গা জ্বলে,
খোদার দয়ায় সাত তলায় তুমি
পরিক্ষার ছলে ওরা গাছ তলে।
অর্থ আহরণের নেশায় বিস্বরণ হয়েছো
সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা,
দুশ্চিন্তা ভুলে দাঁড়াও ওদের পাশে
ঐ চোখে দেখবে কৃতজ্ঞতা।
ভোগের মাঝে পাওনি যে সুখ
ত্যাগের মাঝে যদি খুঁজে পাও,
আলেয়ার পিছে ঘুরে মিছে মিছে
পথ ভুলে আজ তুমি কোথা যাও?

সেজদা তাহার চরণে

ধর্ম প্রচার যখন মুঠোফোনে হয়
বুজুর্গ তখন সবাই,
মসজিদ ভর্তি এত মুসলমান
কেন শান্তির দেখা নাই?
জুব্বার ভিতরে নেই কোন দ্বীন
কোথায় দ্বীনের বাড়ি?
আবু জাহেলেরও ছিল ঢোল্লা জুব্বা
লম্বা লম্বা দাড়ি!
সেকালে জুব্বা ছিল আরবি পোশাক
দ্বীনের প্রতীক নয়,
লম্বা পোশাক পরলেই যদি
দ্বীনদার মনে হয়?
ইবলিশ প্রথম দিয়েছিল ধোঁকা
দাড়ি জুব্বার আশ্রয়ে,
এই লেবাস এখনো ব্যবহৃত হয়
ভাবি বসে সংশয়ে।
টুপি ছাড়াও হবে তোমার নামাজ
যদি খুশুখুজু থাকে সেথায়,
খোদার রাহে সাক্ষাতে যেতে
টুপির দরকার নাই।
নামাজের মুছাল্লায় মশা মারো যদি
ধ্যান থাকে দোকানে,
তবে খোদার সাক্ষাৎ পাবে না এখানে
খুঁজে দেখো অন্যখানে।
গাছতলা হোক আর সাত তলায় হোক
যেখান থেকেই ডাকো,
আল্লাহর আরশে ডাক-ই শুধু পৌছেঁ
স্থান কভু পৌঁছে নাকো!
খেজুর পাতায় দিয়েছেন সেজদা
রাসূল জীবন ভরে,
আজ চাকচিক্যময় মসজিদ দেখে
কলিজায় কাঁপন ধরে।
সুদ ঘুষ খেতে হয়না তো দ্বিধা
শক্ত হাতে ধরেছ মেছওয়াক,
জমজমের পানি দিয়ে ধুলে ওই মুখ
হবে কি কখনো পাক সাফ?
অন্তর মাঝে দুর্গন্ধ রেখে
সুন্নতি খুশবু মাখো শরীরে,
নবীর সামনে দাঁড়াবে যখন
কি দিবে জবাব হাশরে?
দিলের মধ্যে দুনিয়ার কালি
কাফনের কাপড় সাদা,
ছোয়াল- জওয়াব নেবে কি ফেরেশতা
কাফন দেখে আধা আধা?
সওয়াবের আশায় রাতদিন তুমি
চেয়ে আছ আসমানে,
সওয়াব নয় বরং আল্লাহ কে চাও
সেজদা দাও ঐ কুদরতি চরণে।
মন্দিরে নয় মসজিদে নয়
খোদার আরশ মনে,
প্রসাদে নয় শিরনিতেও নয়
তাহাকে পাবে প্রেমে।

সাদা ক্যানভাস

সাদা ক্যানভাস তুলির আঁচড়
অযথাই আঁকিবুকি,
প্রিয়তমা তোমার পোর্ট্রেট খানি
জানিনা কেমনে আঁকি!
জ্যোৎস্নার আলো ম্লান হয়ে যায়
তোমার নির্মল হাসিতে,
শিশিরস্নাত গোলাপ উন্মুখ হয়ে রয়
তোমায় ভালোবাসিতে।
চুলের বেনি দেখে সর্প লাজে মরে
খোলা চুলে রবি মুখ লুকায়,
তব নুপুরের ছন্দে ছন্দ হারায় কবিতা
কবির কলম থমকে দাঁড়ায়।
কপলের টিপ যেন দূর আকাশের তারা
খানিক জ্বলে ফের নিভে যায়,
দীপ্ত আঁখিপটে তাকাই যখন অবলিলায়
আমি হারাই সুদূর নীলিমায়।
নিচের ঠোঁট কামড়িয়ে হাসা দেঁতো হাসি
এক অনন্ত রহস্যের আঁধার,
আসমান জমিন অস্থিরে তোলপাড় করি
পাইনা খুঁজে পারাপার।
দুহাত ভরা সাদা কাঁচের চুড়ির কঙ্কন
যেন ঝরেপরা ঝরঝর ঝর্না,
আজলা ভরে সে সুধা করিয়াছি পান
আজও তৃপ্তি তবু এলোনা।
তোমার তরে লুট হয়ে গেছি কবে
মদিরায় না পাই শান্তি,
বিরহে সুধায় বেঁধেছ কোন মায়ায়
সময় দিয়েছো বড় ক্রান্তি।

স্মৃতির মণিকোঠায়।

মায়াময়ী আমি তোমার মাঝে অবিশ্রান্তভাবে
খুঁজে চলেছি আমার হারিয়ে যাওয়া আমাকে।
তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি হাতড়িয়ে কাটে
আমার প্রতিটি নিশিদিন।
আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যা কিছু, সবকিছুতে
রয়েছে তোমার বাধাহীন পদচারণা।
আমি স্বল্পই চেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে
কিন্তু তুমি দিয়েছো অধিক।
দিয়েছো সময় অত্যন্ত কাছে থেকে
দিয়েছো আবেগময় স্পর্শ।
দিয়েছো নিঃশ্বাস স্থবির করে দেওয়া কিছু স্মৃতি
হাতে হাত রেখে চোখে চোখ,
দিয়েছো পাশাপাশি হাটবার অধিকার।
ওই খোলা আকাশের নিচে, দিগন্তজোড়া মাঠের
আলো-আঁধারির মাঝে দাঁড়িয়ে,
আরো কিছুটা সময় হয়তো দিতেই পারতে।
কিন্তু বেরসিক সুরধ্বনি এলোমেলো করে দিলো সব।
দ্রুতই পা চালাতে হলো অবশেষে।
দুজনার পথ আবারো চলে গেল দুই দিকে।
অতৃপ্ত বাসনা মনের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে
হাসির ছলে যতন করে অশ্রু লুকিয়ে রেখে,
, খুব স্বাভাবিক অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিমায়
হেঁটে চলে গেলে তুমি।
আমি পিছন থেকে স্ট্যাচু'র মত দাড়িয়ে,
শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম তোমার পথচলা।
হৃদয়ের সুগভীর থেকে কে যেন বলল...
পিছনে ফিরে তাকাবেই একবার! কিন্তু কই.....?
আবার কবে আসবে কিছু বলেও গেলে না তুমি
তুমি কিছুটা বদলে গেছো মায়াময়ী....
হয়তো আবারও আমাকেই দোষারোপ করবে।
হয়তো পরিস্থিতির দোহাই দেবে।
যাহোক তারপরও যা দিয়েছো এই বা কম কি!
আরো একটি স্মৃতিময় স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।
স্থানীয় "এটিম মাঠ" স্থান করে নিলো
আরো একবার স্মৃতির মণিকোঠায়।

আমি তো প্রেমিক!

একদা এই হাতে হাত রেখে বলেছিলে
প্রেমে পড়েছো তুমি,একটু উদার হও।
সেদিন হতে হৃদয়টাকে
আকাশ বানিয়ে নিলাম।
সেই নীলাম্বরে তুমি উড়িয়েছো কত
স্বপ্নীল রঙিন ঘুড়ি, মনে পড়ে?
সেদিন এই মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে
ছলছল চোখে, জানিনা কি বুঝে,
হঠাৎ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিলে,
অনেক সাহিতে হবে তোমাকে,
একটু অটল হও।
আমি ক্রমেই নিজেকে পাহাড়ের মত
সুদৃঢ় বানিয়ে নিলাম।
তুমি বলেছিলে প্রেমিক তুমি,
কিছুটা সরলতা তো চাই।
আমি নদীর মত সরল হতে চাইলাম।
মায়াময়ী.....আমার সরলতার সেই নদীতে,
পানশি ভাসিয়ে অন্যের দোসর হয়ে চলে গেলে অনায়াসে।
আমি আকুল চিত্তে নিজেকে আবিষ্কার করলাম
এক অথর্ব বোবা পাহাড় হিসেবে।
দিন চলে গেল অনেক, সেই সাথে
নিপাত হলো অনেক অশ্রুর।
একদিন সম্বিৎ ফিরে ভাবলাম।
আমি তো প্রেমিক!
মায়াময়ী কোথায় তুমি.....
দেখো এখনো আমি, আকাশের বুক চিরে,
সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছি ।
প্রতিকূলতার শত ঝড় ঝাপটাও
এখন টলাতে পারে না আমায়।
ঠিক যেমনটা চেয়েছিলে।
তুমি খুশি তো.....?

কান পেতে রই

জরাজীর্ণ ক্লান্তিকর এক জীবনের পথচলা
আশা-নিরাশার মাঝখানে দোদুল্যমান
বেঁচে থাকার স্বপ্ন, যা প্রায়শই কাঁচের টুকরোর
মত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।
তবুও যাপিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।
বেঁচে থাকতে হয় হঠাৎ পাওয়া ছুটির আশায়!
প্রবঞ্চনাকে সাথী করে, আলো-আঁধারের
নিস্তব্ধতায় অধীর আগ্রহে কান পেতে রই....
সে ছুটির ঘন্টা শুনার অভিপ্রায়ে.....
দিগন্তজোড়া মাঠ পেরিয়ে, সবুজের সমারহ ছাড়িয়ে,
বাঁকা পথের মেঠো প্রান্তে, আগন্তকের ছায়া দেখবার আশে,
বিরামহীন চেয়ে রই দাঁড়িয়ে জানালার পাশে।
হতাশার আদ্রতা ঝেড়ে ফেলে বারবার
অনুপ্রেরণার লাঠি ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম।
আফসোস হায়! শিরদাঁড়া সোজা করার
প্রয়োজনীয়তায় হারিয়েছে আজ।
সব হারিয়ে এখন সময় কোথায় ভাববার,
স্বজন বন্ধু সমাজ লোকলাজ!
জীবন যেন তালপাতায় ঝুলে থাকা
নড়বড়ে বাবুই পাখির বাসা।
অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হলে কতক্ষনই বা
টিকে থাকে খড়কুটা ধরে বেঁচে থাকার আশা।
মৃদু মলয় যেথায় সর্বনাশের কারণ.....
ঝঞ্ঝা সেথায় কিভাবে করবে বরণ?

ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস..

শুধু ক্ষণিকের তর্কে জেতার জন্য
নিজেকে করলে এতটা নগন্য,
জানো সবই তবু মাননা, যাকিছু আমার
সবই তোমার জন্য।
স্তব্ধ সময় এসে কানে কানে বলে
এ এক দুঃখ তরঙ্গের খেলা,
হৃদয়ের মনিকোঠায় আছরে পরে ঢেউ
ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাসে কাটে বেলা।
স্বপ্নগুলি ঝরেপরা ভাঙ্গা কাঁচের মত
ছড়ানো ছিটানো দেখি,
আশা'রা অথৈজলে প্রাণপনে সাঁতারায়
ডুবে মরুক ওরা কূলে এসে হবে কি?
হৃদয়ের ফুলদানিতে সাজানো কাগজ
যদিও মনে হয় ফুল,
সেথা গন্ধ চেয়েছিলাম, বুঝিনি এ ছিল
আমার মস্তোবড় ভুল।
তাই খুলে দিলাম খাচার দোর
মুক্ত তুমি আমার যা হয় হবে!
যদি অনুসুচনার আগুন তোমায় ছোঁয় ,
এসো সেদিন,যেদিন পরিপুর্ন্য শুধুই আমার হবে।

জীবন কুরবান

মায়াময়ী কি হয়েছে তোমার?
এতটা বিধ্বস্ত কেন তুমি?
বেদনা কেন স্পষ্ট হয়ে আছে
তোমার ললাট চুমি।
একেবারেই তাকানো যায়না
দুচোখ হারিয়েছে কোটরে।
যেন জীর্ণ একটা বৃক্ষ দাঁড়িয়ে
বিধ্বংসী ঝড়ের পরে।
আজ ধ্বংসাবশেষ কেন তোমার
চিরচেনা সুশ্রী অঙ্গখানি ?
যে কাজল কালো আঁখির তীরে
ঘায়েল হয়েছিলাম আমি,
একি হাল করেছো তার!
চেনায় যায় না সেকি তুমি?
সুখের সাগরে ভাসাবে বলল
ঐ বিরাট বৃত্ত ধনী।
মনেপড়ে পৃষ্ঠা উল্টে মোড়
নিয়েছিলে
তব জীবনের তরীখানি,

জানো কতটা তীব্র আঘাত
লেগেছিল
মনে বেদনার তটিনী।
নিজ হাতে সেদিন দুজনার মাঝে
টেনেছিলে এক সুবিশাল কাঁটাতার
সহসাই পৃথক করেছিলে দুটি মন
ভালো থাকার কি আকুতি তোমার!
দেখলে তো কাউকে কাঁদিয়ে
ভালো থাকা যায় না বেশিদিন।
আমার কাছে রয়েছে তোমার
জনম জনমের ঋণ।
তবুও করুণা করার দুঃসাধ্য
আমার নেই
আমার চোখে তুমি মহান,
তুমি ভূলণ্ঠিত হলে উচ্চে থাকে
কি করে আমার শান।
তব অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখিয়া
নির্দ্বিধায় ধুলায় লুটিব প্রাণ।
তোমার হাসির মুল্য জোগাতে
দেব জীবনের কুরবান।

জীবন নায়ের মাঝি।

চারদিকে দেখ তীব্র বাতাস
সব ধোঁয়ায় অন্ধকার,
রাজ্যের যত চিন্তা মাথায়
করিবে কে উদ্ধার?
কার আশায় তুমি বসে আছো হায়!
ওরে অবুঝ মন
অকুল দরিয়ায় দাঁড়াতে পাশে
নেইকো আপনজন।
এমন ক্ষণে স্থীর হও তুমি
ঠিক যেন এক মউতা,
ইচ্ছেগুলিকে ভাসাও জলে
বানিয়ে কাগজের নৌকা।
নেমে যাও জলে দেখছেন তিনি
শুধু থাকো তুমি ভেসে,
চাইলে খোদা স্রোতের টানে
কূল পাবে অবশেষে।
কাগজের নৌকা কর্ণধার বিহীন
ভেসে চলে হাওয়ার তোড়ে,
জীবন নায়ের মাঝি হও নিজে
নচেৎ আছড়ে পরবে সজোরে।
তোমার লক্ষ্যস্থীর কর তুমি
সামনে এগিয়ে যাবার,
পাঁচকথা শুনে থমকাও যদি
চলা হবেনা আর।
বুকভরে আজি স্বাস নাও বন্ধু
ভবিষ্যৎ হয়ে আছে তন্ময়,
এলোমেলো ভাবনা ধুয়ে ফেল মনে
জীবনটা কাগজের নৌকা নয়।

জীবনের পথ।

পাহাড়ের বুকচেড়া স্যাঁতস্যাঁতে
আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ,
নেতিয়ে পড়না বেহুশ হয়ে
আছে তো হিম্মত?
তোমাকেই হতে হবে
স্বীয় জিম্মাদার,
ওইপারেই আলো আছে
এপারে আঁধার।
সাপ বেজি দুই-ই আছে
আরো আছে সজার,
আলোর দেখা কেমনে পাবে
মুখ করে বেজার?
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে
এসেছো এই পথে,
বিপদ যতই সামনে আসুক
অটুট থাকো শপথে।
আলো-আধাঁরির ছায়ার মত
যদি মায়াময়ী কোন আসে,
মনেরেখো তব অপেক্ষায়
ওপারে হুরপরী বসে আছে।
উঁচু-নিচু খানাখন্দে ভরা
কঠিন এ পথ জেনো,
একমত হয়ে পথ চলো সবে
খুব সাবধানতা মেনো।
বেয়ারা লতাগুল্ম পদতলে যদি
হঠাৎ পেঁচিয়ে যায়,
পদাঘাতে তারে মুক্ত করো
শির নাহি নোয়ায়।
সজাগ দৃষ্টি ঢালের পারে
নেকড়ের দল থাকে,
লালায়িত জিহ্বা তীক্ষ্ম্য নজর
ডরাইবেনা তবু তাঁকে।
শত চেষ্টায় চূড়ায় যখন
পৌঁছাবে তুমি ভাই,
পদতলে তামাম পৃথিবী তোমার
সমকক্ষ কেউ নাই।

তিন বোন এক ভাই।

বিজলী শিবলী শিরীন
ফেলে আসা সেই দিন,
ভাবো শিক্ষক বাবা যাহাই
বিপুল তাদের ভাই।
তুলসীগঙ্গা, দিল্লীর বিলে
শাপলা শালুক তুলে,
মধ্যেখানে ভাইকে বসিয়ে
নাচতে পেখম খুলে।
পরস্পরের নালিশ চলত
ভাই দিতো সমাধান,
বোনদের প্রতি ভাইয়ের মনে
জাগে ভিন্ন রকম টান।
চুড়িওয়ালা আসলে গ্রামে
পড়ে যায় হুরোহুরি,
বাবাকে নয়,ওরা ভাইকে খোঁজে
আস্থা আছে পুরোপুরি।
বাবা যেন আছে মূর্তি একটা
নেই কোনা সাতে পাঁচে,
টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে বোনদের
বায়না মেটায় অবশেষে।
বোনদের প্রতি ভালোবাসা তার
করতে পেরেছ কি আঁচ,
একসাথে বসে খাওয়ার সময়
ভাই খায়নি কোনোদিন মাছ।
বোনদের ক্ষুধা করতে নিবারণ
গ্রহণ করতো ত্রাণ,
বোনেরাও তথা অকৃত্তিম হাসি
তাকে করত প্রতিদান।

চাকরির কারণে আজ দূরে থাকে
ভাই
মনে জ্বলে দুঃখের চিতা,
দূর থেকে দেখে ভুল হয় লোকের
যেন কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা।
হঠাৎ বিয়ের বাদ্য বাজে
একে একে সবে বিদায়,
শশুর বাড়ি গিয়েও বোনেরা
অশ্রুতে বুক ভাসায়।
দিনের পরে চলে যায় দিন
মাস শেষে হয় বছর,
সংসার নিয়ে ব্যস্ত সবাই
কালেভদ্রে হয় খবর।
এতটা বছর পার হয়ে গেছে
পরস্পর নাহি ভুলে,
ওরা এখনও ভাইকে স্মরণ করে
যেকোনও বিপদ এলে।
ভাবিজান তাহাদের জ্বলিয়া মরে
আমি বুঝি কেউ না ?
ভাইকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা
সহ্য তো হয় না।
বোনদের বুঝায় নতশিরে ভাই
এতদিন ছিলাম একা,
ভাইয়ের জীবনে শান্তি ফেরাতে
নম্রতা তোরা দেখা।
ভাবির সাথেও বলবি কথা
আমার সাথে যতখানি,
পরিপূর্ণ আদর ভালোবাসা স্নেহ
তোরা পেতে পারিস তখুনি।

দিন বদলায়

দিন বদলায়, ক্ষণ বদলায়,
বদলায় আপনজন
শুধু আগের মতই রয়ে গেল কেন
আমার অবুঝ মন?
ফুলের বাগান বদলে গিয়ে
বসতবাড়ী দেখি,
শিশুমন মোর পাখির ডানায়
ঐ বাগান টাকেই খুজি।
লুঙ্গী গেলো প্যান্ট এলো,
আরও এলো কোট টাই
ছেড়া কাঁথায় শুয়ে সেই তৃপ্তির ঘুম
গদির বিছানায় নাই।
ফাষ্টফুড আর প্রসেস্ড ফুডে
উষ্ঠাগত প্রান,
একদা পরশীর ঘর থেকে আসতো ভেসে
ইলিশ মাছের ঘ্রাণ।
মশুরডালের বাগার কি আর
গোপনে দেওয়া যেতো,
পাঁচফোড়ন আর রাধুনীর তেজ
দশবাড়ী অবধী পেতো।
সবুজ পানির পদ্মপুকুরে আজ
পাঙ্গাসের চাষ হয়,
হেথা খাচায় বন্ধী মন আমার
কত কথা যে কয়।
হালের বলদ হারালো কোথায়
পড়ে কৃষিযন্ত্রের কবলে,
সেঁউতি,দোংগার সেচ ব্যাবস্থা
ভেসে গেলো কলের জলে।
তুলসীগঙ্গার ধারে উদাস দুপুরে
নির্বাকে চেয়ে রই,
পালতুলে ছুটা নৌকাগুলি
হারিয়ে গেল কই।
কালের স্রোতে হারালো রানার
হারালো চিঠির ঝুলি,
আধো আলোতে লেখা হতো সেই
আবেগের চিঠিগুলি।
বিয়ের যাত্রায় পালকির গান
গেট হতো কলাগাছ,
ল্যান্ডফোন গেলো, মুঠোফোন এলো
বদলালো ইতিহাস।
সাদা মনের মানুষগুলি আজ
বেচে রয় সঙ্গহীন,
ভাবনাগুলি বিরাট এখন
স্বপ্নেরা রঙ্গীন।

ধৈর্যের পথ!

প্রতিকূল পরিবেশে মুমিন মানুষ
পরিচয় দেবে ধৈর্যের,
হতোদ্যমতা এড়িয়ে থাকবে অটল
নজির দেখাবে সহ্যের।
সহিষ্ণুতার পথ দেখাবে মানুষ
মানুষ হয়ে জন্মেছে তাই তো,
ধীরতা যার চরিত্রে নাই
তাকে পশুর তুলনা যথার্থ।
দুঃখ আনন্দ জয় পরাজয়ে
স্থিরতা যদি না থাকে,
যত বড়ই হও না কেন তুমি
ঠাট্টা করবে লোকে।
পার্থিব জীবনে উদ্যোগ ভয়
কোন বিরল বস্তু নয়,
ভারসাম্য যদি না থাকে তোমার
এটা জীবন কি করে হয় ?
ধৈর্য মানুষের মহৎ গুণ
পুরুষের অলংকার,
ধৈর্যবান মানুষ সদা মিষ্টভাষী হয়
লোকে বলে নিরহংকার।
হিংস্রতার দন্ত পশুর চিহ্ন
ওরা বিকশিত করে যথা তথা,
মানুষও যদি হিংস্র হয়ে যায়
মানুষ পশু একই কথা।
ঝড়-ঝঞ্ঝা আসবেই জীবনে
অটল হও পাহাড় সম,
তোমায় দেখে প্রতিকূল বাতাস
বারে বারে বলে নমঃ।
বড় গাছ তাই সইতে হবে বেশি
নুয়ে পড়লেই তুমি শেষ,
দৃঢ়তা তোমায় সাহস যোগাবে

পরিস্থিতি হবে নিঃশেষ।
ধরার বুকে জেনো সবচেয়ে বড় জিহাদ
আপন নফসের বিরুদ্ধাচারণ করা,
আম আদমি কি পারে এই কাজ
মহৎ ব্যক্তি ছাড়া?
অগ্নিশর্মা লোকে হয় সহজেই
অহং বাধলে বাসা মনে,
আত্ম সম্বরণকারী প্রচার বিমুখ
সাফল্য বলে না জনে জনে।
চাইলেই তুমি পাপী হতে পারো
সেথা নিবৃত হলেই মহান,
বিবেকবান যারা একটু ভেবে বল
আলো আর আঁধার কি সমান?
ধৈর্যের পথ সদা কন্টক ময় হয়
সেথা হেঁটে চলা সহজ নয়,
কষ্টে সাধনে পার হও যদি
তবে ফল পাবে সুমিষ্ট নিশ্চয়।
সবর কারির সাথে স্বয়ং খোদা থাকে
কি তাঁর আছে ভয়,
চিরকাল কেউ থাকবে না ধরায়
কথা কি সত্য নয় ?
অমুখাপেক্ষিতায় বিজয়ী তুমি
অভিযোগ করো কার কাছে ?
সমুন্নত মহিমা উচ্চ তব শির
ধারে কাছে কেউ আছে!

নফসের সাথে সংগ্রাম!

পাপ পঙ্কিলতায় ভরা এই পৃথিবীতে
আপন চিত্ত সংবরনই সংগ্রাম।
ছদ্যবেশী কুপথের ভিরে সুপথ প্রাপ্তিতে
সর্বদা হতে হয় গলদঘর্ম।
অসুরের দল হেসে কলকল
ওত পাতে গলির মুখে,
তব অবনত মুখ সংযত আঁখী
ভাসায় ওদের সুখে।
হাতের মুঠোয় নগ্ন পৃথিবী
আসক্ত বৃদ্ধবনীতা,
পদোদলিত বিশ্ব মানবতা আজ
দেখিয়ে ভাতৃত্বের ভনীতা।
সরল নারীকে প্রলুব্ধ করে
বানিয়ে ফেলেছে পন্য,
স্বাধীনতার স্বপ্ন লেপিছে ললাটে
এতেই সলজ্জ ভগ্নী ধন্য।
কলম চলে না আপন গতিতে
উপঢৌকন করিছে পথরোধ,
সুদের চাকায় পিষ্ঠ দারিদ্র
নবেলে করি গর্ববোধ।
হাত বাড়ালেই নেশার রঙ্গীন জগৎ
সল্প মুল্যের নারী,
দারুন কষ্টে করত সংযত হিয়া
হতে নিখিল ব্রহ্মচারী।
এত এত পাপের সহজলভ্যতা
স্বয়ং নিবৃত রাখা দায়,
আপন নফসের সাথে সংগ্রাম তাই
বৃহৎ সংগ্রাম ভাই।

পৃথিবী নামের পাঠশালা!

বাবা আদমকে যখন সৃজিলেন
আল্লাহ বেহেশতের ভিতর,
জ্ঞান দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ করলেন
ফেরেশতাদের উপর।
সকল শিক্ষা দিয়ে প্রভু
জিজ্ঞাসিলেন তাকে
সৃষ্টিকুলের নামগুলি সব
বল দেখি একে একে।
উচ্চারিলেন আদম সেদিন
যেমনটা শিখেছিলেন,
জ্ঞান দেখে তার ফেরেশতারা
সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন।
ইবলিশ বলে অগ্নিশিখায় সৃষ্টি আমি
উপরে উঠাই ধর্ম,
মাটির মানুষকে সেজদা করা
নয়তো আমার কর্ম।
অহংবেশী জ্বীন আযাজিল সেদিন
লানত প্রাপ্ত হল,
শয়তান সেজে বেহেশত থেকে
চির বিদায় নিল।
সেই থেকে জ্ঞানচর্চায় মানুষ
সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়,
শিক্ষাকাল দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত
মনিষী জনেরা কয়।

পৃথিবীটা যদি ক্লাসরুম হয়
সকল মানুষ হল শিক্ষার্থী।
বিদ্যার চেয়ে কি উন্নত ভবে
দামি মুক্তিদাত্রী ?
যিনি দুনিয়ায় জ্ঞান অর্জীবে যত
উন্নত তার স্থান,
শুধু ইহলোকে নয় পরকালেও যেন
সে রচিবে বাসস্থান।
মহাজ্ঞানী প্রভু মানুষকে দিলেন
কিঞ্চিৎ একটু জ্ঞান,
কিছু কিছু মানুষ সেই জ্ঞান পেয়ে
দেখ অহংকারে অজ্ঞান।
জ্ঞান দিয়ে তুমি চিনিবে প্রভুরে
অজ্ঞানে পথ ভুলিবে,
শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাটা যদি উন্নত হয়
নূড়ি থেকে মুক্ত ঠিকই তুলিবে।
দুধ মদ উভয় পেয়ালায় খায়
পেয়ালার দোষ কিসে,
আলোকে যদি ঠেলে অন্ধকারে নাও
তাতে অন্যের কি যায় আসে।
ভালোকে ভালো মন্দকে মন্দ
বুঝবে যেদিন হায়,
তোমার থেকে পূতঃপবিত্র জানিবে
এই ধরার মাঝে নাই।

পেরিয়ে যাক মহাকাল

তুমি তো আমার সব মায়াময়ী
তুমিই তো আমার সব,
তোমার কারনেই হৃদয় তিমিরে
একদা উঠেছিল কলরব।
তোমার কারনেই ফুটে ছিল সেদিন
প্রেম বাগানের সব ফুল,
মন যমুনায় এসেছিল জোয়ার
ঢেউয়ে উপচে পড়া দুকূল ।
নায়ের তলায় ছলাৎ শব্দ
বারে বারে ডেকে কয়,
তব রাঙা পায়ের মলের বুঝি
এমনই শব্দ হয়।
রাখালের বাঁশি তুলেছিল সুর
দূর হতে বহু দূর,
পাখিরাও সেদিন পথ ভুলে তাই
করেছিল ঘুরঘুর।
সরষে ফুল তব খোঁপায় উঠতে
হয়েছিল উন্মুখ,
স্পর্শে তোমার দূর্বা শিশির
জানো, পেয়েছিল কত সুখ!
ভ্রমর সেথা গুনগুনিয়ে
গেয়েছিল প্রেমা গান,
তারায় তারায় ভরে ছিল সেদিন
আঁধারে ঢাকা আসমান।
চন্দ্রও সেদিন করেছিল মায়া
আহা কি অপরূপ!
তব কণ্ঠ শুনে ঝিঁঝিঁ পোকারাও
হয়ে গেল নিশ্চুপ।
তোমার কথা কবিতা হয়ে
বেরিয়ে আসে কলমে,
এত কথা জমানো মনের মাঝে
বুঝি আশ মিটবে না জনমে।
তোমার কণ্ঠ শিহরণ জাগায়
তোমার স্পর্শে মাতাল,
তোমার কথা লিখতেই থাকবো
পেরিয়ে যাক মহাকাল।

প্রাণের নওগাঁ!

এই শহরের প্রতিটা ইট
আর প্রতিটা অলিগলি,
চোখ বুঝলেই দেখতে পাই
ছবির মত সকলই।
আমার দেহের অংশটুকু
পোঁতা আছে যেখানে,
বারে বারে যেতে ইচ্ছে করে
হৃদয়ের গভীর টানে।
এই শহরে আঁধার রাতে
একলা চলি পথ,
ল্যাম্প পোস্টগুলি সঙ্গী হয়
সঙ্গী হয় অশ্বত্থ।
এই শহরের মাটির মায়া
মিশে আছে হৃদয়ের গভীরে,
এই শহরেই কত স্মৃতি
রয়েছে শৈশব জুড়ে।
ধ্বংসাবশেষ স্কুলটা আজও
স্বগৌরবে আছে দাঁড়িয়ে,
ঐতিহ্য তবু ধরে রেখেছে
যায়নি কো হারিয়ে।
মুক্তির মোড় নওজোয়ান মাঠ
পুরানো পুলিশ লাইন,
মনের মধ্যে শিহরণ জাগে
দিনগুলো ছিল ফাইন।
রুবি মুক্তি তাজ পূর্বাশা
সিনেমার হল গুলি,
কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে
দেখ ইতিহাস খুলি।
মঠের ঘাটের রথের মেলা
বসে কি আগের মত ?
ভুট্টার খই ঠক ঠকে গাড়ি
কিনেছিলাম ভাই কত!
দেওয়ান বাজার ব্রীজের মোড়
হোটেল পট্টির গলি,
ঝংকার অডিওর তুমুল মিউজিক
স্মৃতিময় দিনগুলি।
সোনার পট্টির এসিডের ধোঁয়ায়
না কেশে উপায় নাই,
তাজের মোড়ের জিলাপির স্বাদ
কোথায় গেল পাই।
কছিমিয়ার পুকুর কাজীর মোড়
সেই পুরনো সেবাশ্রম,
হাসপাতাল রোডে কত স্মৃতি
চোখে আসে নাকো ঘুম।
দয়াল বাবার দয়ালের মোড়
ওরশ এর রাতগুলি,
পারাপার হওয়ার রাস্তাটিকে
কেমন করে ভুলি।
পঞ্চ ভাইয়ের হোটেল আজও
দেয় সিঙ্গারার সাপ্লাই,
রুবির মোড়ের সেই ঐতিহ্য
আগের মত নাই।
উকিল পাড়ার উকিল গুলি
মন দিয়েছে ব্যবসায়,
শীষাণ কন্ট্রাকটার ব্যবসা ছেড়ে
রাজনীতির মাঠ কাঁপায়!
বিডিআর ক্যাম্প বটতলা হয়ে
ছোট যমুনার তীর,
মনের মধ্যে দাগ কেটে আছে
যেন শান্তির নীড়।
চকএনায়েত চকমুক্তার
চক আছে ভুরি ভুরি,
এই শহরের শত মণিমুক্তার মাঝে
আমি না হয় একটি নুড়ি।
চকদেব হয়ে মাস্টার পাড়া
হাতের তালুর মতোই চিনি,
নওগাঁ আমার রক্তের বাঁধন
ভুলবো না কোনদিনই।

বিস্ময়কর যান!

একদা এই আঁকাবাঁকা মেঠো পথে
সাইকেল দাপিয়ে বেড়িছি সাচ্চা,
কালের পরিক্রমায় তা বদলে হয়েছে
আজ পিচঢালা সরু পাকারাস্তা।
কাপর পেঁচানো ভাঙ্গা সিটের
প্রিয় দ্বি-চক্রযান আমার,
প্যাডেলে চাপ দিতেই পঙ্খীরাজ
যেন কেউ নেই পিছনে ফেলার।
বাবার সাতশত টাকার বিনিময়ে
কৈশোরে ওকে যদিন হাতে পেলাম,
গন্ডির বাহিরে যাওয়ার সুরঙ্গের
কিনারে এসে যেন দাঁড়ালাম।
নিপ্পন রাজু শওকত জাহিদ বাবু
আজ আমিও ওদের সঙ্গী,
ভোর হতেই রোজ বেড়িয়ে পরি
মুক্ত বিহঙ্গের মুখোভঙ্গী।
মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে একা
সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গার মত,
দেখি প্রিয় কৈশোর, সাইকেল সমেত
হারিয়ে গেছে বন্ধুরা ছিল যত।
চোখের কানায় জমে কিছু জল
হাতটাও একটু কাঁপে,
স্মৃতিগুলি আজ বেড়িয়ে আসতে চায়
ওরা রয়েছে অনেক চাপে।
এগারো বছরের নির্ঝরাকে দেখি
তুলসী গঙ্গার তীরে,
সাইকেল চালানোর কৌশল শিখছে
দারুন কসরত করে।
কৈশরের ভুত ফের চাপে ঘাড়ে
এগিয়ে গেলাম ধারে,
পরম মমতায় শেখালাম মেয়েকে
এই বিস্ময়কর যানে কেমন করে চড়ে।

খিদিরপুরের গাঁয়ে

মাটিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে যেথায়
তনু মেঘের স্পর্শ পায়,
মোর চিত্ত যেথায় শান্ত হতে
বারবার যেতে চায়!
কৈশোর যেথায় পথের বাঁকে
হাতছানি দিয়ে ডাকে,
মনটা আমার উদাস হয়ে
সেইখানে পড়ে থাকে।
শৈশবে মারানো কাঁচা মেঠোপথ
শীতল অশত্থ ছায়া,
ধানের শীষের সোনালী ঢেউ
আহা লাগে কি যে মায়া।
সেই গাঁয়ের-ই ঈশান কোণে
গড়েছিনু এক ঘর,
আমি আর বাবা দুইজনে মিলে
মজবুতে ধরা কর।
টিনের চালা বাঁশের বেড়া
বাঁশেই গড়েছি খুঁটি,
চতুর্দিকে দিয়েছিনু কয়টি
ফলজ চারা পুঁতি।
কাঠের দরজা কাঠের জানালা
কাঠের তৈরি চৌকি,
চাঁদনী রাতে উঠান জুড়ে
জ্যোৎস্নার আঁকি-বুকি।
বাম পাশেতে হেঁসেল গড়েছি
ডান পাশে কলতলা,
মধ্যখানে বিরাট উঠোন
ধান শুকানোর খোলা।

উঠানে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে
যতদূর চোখ যায়,
দিগন্তজড়া ফসলের মাঠ
কোন বাড়িঘর নাই।
পোষ্যের দল ছেড়ে দিলে মাঠে
ঘর হতেই দেখা যায়,
দক্ষিণা বাতাসে শিতল হিয়া
মোদের খিদিরপুরের গাঁ'য়।
ঘরের পেছনে তুলসীগঙ্গা
এঁকেবেঁকে যায় বেয়ে,
রাজ্যের সুখ সন্ধ্যায় মেলে
ছোট্ট ডিঙ্গি নায়ে ।
নদীর ওপারে মধ্য মাঠে
এক বিরাট বটতলায়,
তপ্ত দুপুরে ক্লান্ত কৃষক
শান্তির ঘুম যায়।
সাদা কাশ ফুলের ছায়া দোল দেয়,
তুলসীগঙ্গার সুনীল জলে
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো তালগাছ
আমায় কত্ত কথা বলে।
একাধারে বসে বৌ-ঝীদের দল
নাওয়া ধোঁয়ার ছলে,
আরেক ধারে তুমুল উৎসাহে
ডুব-সাঁতার চলে।
গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ
সরল একেকটি মুখ,
খেটে খাওয়া এসব মানুষের ঘরে
ভরপুর থাকে সুখ।
পৌষ মাস এলেই হিন্দু বাঘায়
হরি বাসরের মেলায়,

হারিয়ে ফেলেছি শৈশব মোর
আজ অযত্নে অবহেলায়।
কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকাল
পিঠে পায়েসের ঘ্রাণে,
খেজুরের রসের শীতল পরশ
তৃপ্তি আনে প্রাণে।
বর্ষায় ভিজে আউশের আইলে
ডাঁটি বড়শিতে ধরা টাঁকি,
খুব উৎপাত করে বুকের ভিতর
কেমনে ধরে রাখি।
অগ্রহায়ণে ব্যস্ত কৃষক
ফসল কাটার তাড়া,
আসবে জামাই কত আয়োজন
কৃষাণীর ঘুম সারা!
চক্ষু বুজলেই খুঁজে পাই মোরে
খিদিরপুরের গাঁ'য়,
মনটা সদাই পড়ে থাকে সেথায়
আবার কবে যে ফিরে যাই!

লোভের চোরাবালি!

নসিবে তোমার আছে যতটুকু
ধৈর্য ধরো ঠিক আসবে,
লোভের কারণে নষ্ট করো না সব
চোখের জলে শেষে ভাসবে।
লোভ তোমার ধ্বংশীবে রুজী
উঠে যাবে বরকত,
লোভের হাজারো পরিনতির কথা
বয়ান করেছেন হযরত।
কামনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি
আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য,
আত্মসংবরণে পরাজিত মানুষ
হয়েছে জগতে নিকৃষ্ট।
অতি স্পৃহা নফসের পুরোনো ব্যাধি
তিলে তিলে মরে লোকে,
অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে
নিমজ্জিত করে তাকে।
সুখের ঠিকানা পায় না খুজে
শত চেষ্টায় লোভী জন,
তৃপ্তি উঠে যায় সব কিছু থেকে
হারিয়ে যায় স্বজন।
আকাঙ্খার তোরে ভুলে যায় শুকুর
ভুলে যায় নেয়ামত,
লোভী ব্যক্তির পরে অজান্তেই হঠাৎ
নেমে আসে কেয়ামত।
অতি আকাঙ্ক্ষা পরিণতিতে
ধ্বংস ডেকে আনবেই,
কত অনাচার ছড়ানো ছিটানো
সমাজে নজির তো রয়েছেই ।
লোভের আশা চক্রাকারে ঘোরে
তাই অশান্তি ঘরে ঘরে,
একটি আশা পূরণ হতেই

আরেকটি আশা করে।
আদম সন্তান হয়ে যায় বৃদ্ধ
শুধু দুইটি বিষয়ে ছাড়া,
একটি হল বেঁচে থাকার লোভ
আরেকটি সম্পদ অর্জন করা।
মামলা মোকাদ্দমা খুন রাহাজানি
এসব লোভের-ই ফসল ভাই,
এর তরে কত বিনাশ ঘটেছে
ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায়।
দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতারকৃতরা
একজনও দরিদ্র্য নয়,
এই জগতে সম্পদশালী রায়
বেশি দুর্নীতি পরায়ণ হয়।
লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়
ভুলিয়ে দেয় নিজের অবস্থান,
লোভের কারণে কত দামী মানুষ
লাঞ্ছিত হয়ে করেছ প্রস্থান।
বিকল করে দেয় বিবেক বুদ্ধি
ঠেলে দেয় পাপের পথে,
সমাজের যত অনাসৃষ্টি সব
যোগসূত্র লোভের সাথে।
বলেছেন রাসূল গম্ভীর হয়ে
লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো,
এই জিনিসই পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে
আজি কিতাব খুলে দেখ।
লোভের কারণেই করেছিল তারা
হারামকে হালাল সাব্যস্ত,
এই লোভ পরস্পরের খুন ঝরিয়েছে
বিবেক করেছে ব্যতিগ্রস্ত।
আত্মসংযম ভুলে পথ ভোলা লোকে
ডুবে আছে স্বীয় লোভে,
ত্যাগের ঝান্ডা উচ্চে তুলে ধরো ভাই
আদেও তৃপ্তি আছে কি ভোগে ?

তোমার ঘরে আছে যেই নারী
সন্তুষ্ট থাকো তাতে,
হোক না জীর্ণ তবু এই বাড়ী
পরিশ্রমে গড়া নিজ হাতে।
পোশাক তোমার হোক না মলিন
চুরির টাকায় কেনা নয়,
নির্লোভ মানুষ সদা তৃপ্ত থাকে
যদিও নিত্য অভাবে রয়।
যে পদে তুমি অধিষ্ঠিত আছো
একনিষ্ঠ হও সব ভুলে,
পদমর্যাদার লোভ যেন তোমায়
অমানুষ করে না তোলে।
বিবেকের কাঠগড়ায় আসামি রূপে
দাঁড়ানোর ভয় করো,
ক্ষণিকের জীবন চলে যেতে হবে
শক্ত করে দ্বীন ধরো।
দুনিয়া অর্জনে মানুষের লোভ
সমাজে যতটা নিন্দনীয়,
খোদার সন্তুষ্টির জ্ঞান অর্জনে তা
ঠিক ততটাই প্রশংসনীয়।
খোদার ভীতি স্থান দিলে মনে
লোভ হবে দূরীভূত,
তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে মানুষ
শান্তির সুবাতাস বইবে দ্রুত।

ফিরে আয় যাদু ধন !

এতোটুকুন বয়সে সেজেছিনু বউ
এসেছিনু এই ঘরে,
চক্ষু বুঝলেই দেখি কত শব
হামার উঠান জুড়ে।
সুখের মুখটি দেখা হলো না
জোড়া তালির সংসারে,
চোখের সামনেই ছেড়ে যায় সবে
হামারে একা করে!
দুর্যোগের সে রাত আঁধার ঘরে
ছিল না একটু কেরোসিন,
সে রাতের আঁধার কাটবে না আর
মুই কি ভাবছিনু কোনদিন!
ঝুপড়ি ঘরের নড়বড়ে চাল
চাউলের হাঁড়ি ফাঁকা,
ফণীর দংশনে চললেন তিনি
মোদের করে একা!
চাষের জমিন ছিল দু গন্ডা
সার বীজের অভাবে,
অনাবাদি পতিত ভূমি বিধাতা
বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?
সাত বছরের খোকা তুই
কইতি বাবার কথা,
মিথ্যের আশ্রয়ে বুঝাতাম তোকে
বুকে পাথর চাপিয়ে ব্যথা।
ক্ষতবিক্ষত সদা হয়েছে হৃদয়
কত নজরের তীর লেগে,
তবুও অনাবাদি শরীর রক্ষা করেছি
খোকা, শুধু তোর কথা ভেবে!
জোয়ান মরদে করেছে যে কাজ
হামিও করেছিনু তাই,
খোকা তুই আজকে বিরাট মানুষ
হয়তো কিছুই মনে নাই!

সে বছর তুই বড় পাশ দিলি
বড় পন্ডিত এলো ঘরে,
ছেলেটা তোমার বড়ই মেধাবী
দেখনা চেষ্টা করে।
শহরের ইস্কুলে পড়াতে পারলে
হবে বড় ডাক্তার মুক্তার,
সুখে সংসার ভরবে তোমার
অভাব থাকবে না আর।
পন্ডিতের কথায় আশ্বস্ত হয়ে
খোকা তোর কপাল চুমি,
দু-হাজারে বর্গা দিয়েছিনু সেই
শেষ সম্বল দু গন্ডা জমি।
বড় হতে খোকা সেই যে গেলি
কত যুগ হলো পার,
আর কত বড় হবি রে তুই
ফিরে আসবি না আর?
লোকমুখে হামি সকলই শুনি
বিয়েথাও করেছিস নিজে,
জানিস না খোকা শুনে এই কথা
হয়েছিনু খুশি কি যে!
বছর ঘুরতেই খবর এলো
নাতিন এসছে দুনিয়ায়,
ছোট সোনামুখ দেখাবি কবে
তুই না চাইলে, না আয়!
শরীর তেমন দেয় নাকো সায়
সময় হয়তো বেশি নাই,
অশ্রুতে ধোয়া তোর জন্মের ভিটা
তোকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চাই।
খোকা মনে পড়ে নাকো মায়ের কথা?
এত নিষ্ঠুর কেন ভুবন!
ঘরের ছেলে আসবি রে ফিরে
কবে আসবি রে জাদু ধন!

বৃষ্টি বিলাপ

এখন আর আগের মতো বৃষ্টি উপভোগ করি না
বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দ এখন আর মনকে আন্দোলিত করে না।
বৃষ্টির ফোঁটায় তৈরি হওয়া পুকুর জলের বুদবুদ গুলি
এখন আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না আমায়।
কারণ এই পুকুরের জলে তুমি আর স্নান করতে আসো না...
প্রচন্ড জলের ঝাপটায় জানালার সার্শীতে জমা
ক্ষুদ্র জলকণাগুলি কোন অনুভূতির সৃষ্টি করেনা।
জলের ছিটায় কার্পেটটা ভিজে যাচ্ছে দেখেও
জানালার কাঁচ টেনে দেওয়ায় প্রচন্ড অনিহা লাগে।
টিনের চালের বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ এখন আর
কোন সুরের মূর্ছনাও সৃষ্টি করে না
বৃষ্টিমুখর দিনে হারমনিতে সুর তুলতে অনিহা দেখায় আঙ্গুল।
অন্ধকার হয়ে আসা বৃষ্টির আগমনী কালো মেঘ
মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় না কোন অচিনপুরে।
অনুভবে এমন দিনে যার কোলে মাথা রেখে
হারিয়ে যেতাম দূর অজানায়
তাকেই তো হারিয়ে ফেলেছি কবে!
বৃষ্টিমুখর দিন এখন আর কবিতার ছন্দ বাধেনা
কবিতাগুলি লেখা হতো যাকে ঘিরে সেই তো
উপহার দিয়েছে এমন ছন্দহীন জীবন!
বৃষ্টি ভেজা কোন কোমর এখন আর
কাছে যেতেও সাধেনা।
বীভৎসব পৈচাষিকতার আঘাতে বন্ধ হয়ে গেছে হৃদয়ের বাতায়ন।
বৃষ্টিতে ভিজে এখন আর শৈশব কৈশোর খুঁজি না
সস্তা আবেগ আর এখন দানা বাঁধে না মনে।
বৃষ্টিমুখর রাতে কাঁথা মুড়ি দেবার মজাও বুঝিনা!
আমার স্বপ্ন সঙ্গী তুমি কোন অতলে হারিয়ে গিয়েছ জানিনা।
প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে এখন আর ভুল করেও উঠানের দিকে তাকাই না
কারণ জানি সেখানে ধান কিংবা কাপড় উঠানোর কাজে ব্যস্ত তুমি নেই!

তোমার সোনামুখ!

জানো মায়া গতকাল আকাশে ছিল শুক্লপক্ষের
চতুর্দশীর ভরা পূর্ণিমার চাঁদ,
মাদকময় সে ঝলসানো চাঁদ থেকে গোলে পরা
জোৎস্নায় ধোয়া মায়াভরা এক রাত!
হেলান চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে সামনে
অনেক রাত অব্দি বসে ছিলাম ছাদে,
হয়ত এমন জ্যোৎস্না ভেজা ঐশ্বর্যময় রজনীতে
মজে ছিলে তুমি নিষিদ্ধ লোবানের স্বাদে!
জানো ছাদের কার্নিশের লেবু বাগানে অনেক খুঁজেও
একটা জোনাকিও পেলাম না!
আজ সবাই হয়তো পেয়ে গেছে প্রিয়জনের খোঁজ
তাইতো মিটিমিটি আলো কেউ জ্বালায় না!
উড়াউড়ি করতে দেখি না কোন নিশাচর পাখি
কোন নেশায় বুদ হয়ে আছে কে জানে?
শুধু নিঃসঙ্গ একলা ছাদে চন্দ্রালোকে গা ভিজিয়ে
ছটফট করে মরছি আমি এখানে!
রঙিন জলে গা ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলাম
সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া এক বুক,
কিন্তু যখনই চাঁদের বুকে দেখলাম তোমার সোনামুখ
মুহূর্তে সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো এ কোন সুখ!

অন্তিম পরিচয়

পুরানো এই ছোট্ট নগরী
কত মানুষের বাস,
দেখো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
ফেলে একসাথে নিঃশ্বাস!
নিজ পরিচয়ে পাশাপাশি থেকে
হাজার বছরের এই পথ চলা,
পোশাক পরিচ্ছদে চলনে বলনে
কে কোন ধর্মের যায় বলা।
একদা এক উষার কালে
লোকে চলছিল দলে দলে,
কোথাকার এক মূর্দা এসে
পড়ে আছে পথের ঢালে।
কোত্থেকে এলো মৃত আগন্তুক
কারো নয় পরিচিত,
একে একে তার মুখটি দেখে
হয় সবাই বিস্মিত!
এক কান দু-কান চউর হয়ে যায়
আশেপাশের তিন গ্রামে,
দুই দিন বাদেও আসেনা খবর
মুর্দার নিবাস যে কোন খানে?
কিছু লোক বলে আর কত ভাই
চলো সৎকার করে ফেলি,
মানুষ হয়ে মোদের এই দুরাচার
দেখছেন প্রভু সকলই।
শেষকৃত্যের পালা এখন
সম্মত হয় সবে,
একজন বলে মাযহাব কি ওর
ধর্মই বা কি হবে?
ওর ধর্ম যদি না জানি মোরা
পাবো মৃতের বদ দোয়া,
দাফন নাকি চিতার আগুন
কে দেবে এই ফতোয়া?
ওর মাথায় দেখো রক কাটিং এর
বেঢপ লম্বা চুল
মুসলমানে খুব সহজেই
করবে কি এই ভুল?
হিন্দুই বা তাকে কই কেমনে
নেই পড়নে সাদা ধুতি!
কপালের তিলক জানিনা ভাই
কিসের ঘোসায় গেছে উঠি?
লাসটাকে মুসলিম বানাতে তোরা
করিস না হুড়োহুড়ি
মানতাম যদি থাকতো মুখে
ছোট গোঁফের এক মুষ্টি দাড়ি।
হিন্দু সে ভাই মুখ দেখনা
কেমন চাঁচা ছোলা,
থামো ভাই হিন্দু হলে থাকতো না
কি
গলায় তুলসীর মালা?
বিধর্মী-ই তো মুসলমান সে
বলেরে কোন জন?
নিরিখ করে দেখো তাহার
বগলের পশম!
মুসলিম হলে জানতো না কি
চল্লিশ দিবশের নিয়ম?
কপালেতে নেই কালো দাগ
পকেটে নাই তসবি,
স্কন্ধ ছাড়া পাঞ্জাবি তার
কেমন করে বুঝবি?
দেখ চোখের ভ্রু প্লাক করা ঐ
বাঘের মত নখ,
আস্তিক নাকি নাস্তিক সে

কে করবে এই পরখ?
ধুতি লঙ্গির নেই কো বালাই
প্যান্ট টি আঁটোসাঁটো,
হিন্দু মুসলিম বলে ভুলেও
ওর ধর্মকে করিস না খাটো।
গায়ের কাপড় দেখ না ও ভাই
একটুখানি তুলে,
পৈতাখানা দেখিস যদি
সে নিশ্চয় ব্রাহ্মণের ও ছেলে।
একজন বলে পেয়েছি উপায়
দেখি নিচের কাপড়টা উঠায়,
হিন্দু নাকি মুসলিম সে
বুঝা যাবে খাৎনায়?

আরেকজনে ক্ষেকিয়ে বলে
কেমন মানুষ তোরা,
জাত চিনতে জাত খুইয়ে
পাপী হলাম মোরা।
আমল দিয়ে ধর্ম যদি
থাকতো আঁকা গায়,
বিদায় কালে জাত কুল ও মান
এমন করে যায়?
সকল ধর্মেই কিছু আচরণ
আছে ভাই স্বতন্ত্র,
ভুলে গিয়ে সব আজকে সবাই
হয়েছি মিশ্র তন্ত্র!

উৎকণ্ঠিত মন!

প্রিয়া কতদিন পরে আসছে
উৎকণ্ঠায় মন ভাসছে,
ভাবছি যারা এতদিন সঙ্গ দিয়েছে
ওরা মনে মনে কি এঁটেছে!

শুকনো ও পাতা-রা রে
তোরা এই পথে পরে থাকিস না রে
মোর প্রিয়া যবে আসবে কাছে
ওর পায়ে যদি আঁচড় লাগে!

মৃদু দক্ষিণা বাতাস ওরে
শোন কান পেতে বলি তোরে,
ওর একরাশ ছড়ানো চুল
তোর দোলা লেগে না যেন উড়ে!

দোয়েল তুই জ্বালাস আজ খুব
শোন এবার হ নিশ্চুপ,
মোর প্রিয়া যখন গান ধরবে
করবি না কোন বিদ্রুপ!

সূর্যের তেজ দেখে মনে লাগে ভয়
বৈশাখী তাপদাহ বয়,
বেগুনি রশ্মিতে ওর তুলতুলে ত্বক
জানিনা আজ কি জানি কি হয়!

বনফুল ঝিম মেরে আছিস নুয়ে?
মাথা তুলে দাঁড়াবি কখন?
গল্পের এক ফাঁকে তোর বোঁটা ছিঁড়ে
ওর চুলে পড়াবো যখন!

দুর্বালতা আজ তোরে বানাবো নোলক
শোভা বাড়াবি ওর নাকে,
অতি অল্পেই শুকিয়ে যাস না যেন
মান ইজ্জত যেন থাকে!

মূল কাজ তোর কাঁধে লোটন কবুতর
প্রিয়া যেন মন খুলে হাসে,
দিবি নিখুঁত কৌশলে তুই ডিগবাজি
ভেসে থেকে ওই আকাশে।

নৌকার গুলুইয়ে বসবে প্রিয়া
নিশ্চিত পা দুটি ঝুলিয়ে,
ছোট ছোট ঢেউ হয়ে আসবি দীঘির জল
প্রেয়শীর পা দিতে ভিজিয়ে!

ইয়া রাহমানুর রাহীম

ভবের বাজারে লাভের খোঁজে রে ঘুরেছি গুলিস্তান
লাভের অংক বুঝেছি সহজে গুণিনি তো লোকসান,
নিজের প্রতি করেছি জুলুম দেই নি তোমায় দাম
ইয়া আল্লাহ, ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম।

জীবন সায়াহ্নে উপলব্ধি হল কেন করলে জীবন দান
এমন ছেঁড়া আমল নামায় কি পাবো প্রতিদান?
মাফ করে দাও এই পাপীকে কমবে না তব মান
ইয়া আল্লাহ, ইয়া আর হামার রাহমান।

সকল কিছু ভাঙবে যেদিন মুছে যাবে সব কওম
সকল প্রাণের প্রদীপ নিভে বন্ধ হবে দম,
সকল কিছু বিলীন হয়ে থাকবে গভীর ঘুম
সেদিনও তুমি অটুট রবে ইয়া হাইয়্যুল কাইউম,

ভবের লীলা সাঙ্গ হলে আসবে কঠিন দিন
কবর দেশে তিনটি প্রশ্নের হবই সম্মুখীন,
রব কে তোমার রাসূলকে আর কিবা তোমার দ্বীন?
সেদিনও তুমি থেকো পাশে ইয়া আলীউল আজীম।

মিজান দেখে চিত্ত যখন হয়ে যাবে অস্থির
আগুন নাকি শীতল পরশ কি আছে তকদির?
নতমস্তকে মলিন বদনে দাঁড়াবো ঐ আরশ সুনিবিড়
মাহরুম করে দিও না আমায় ইয়া লাতিফুল খাবির।

পুলসিরাতের দুর্গম পথে সব অহং করে লীন
দুর্বল আমার বক্ষ ভীত মুখ দেখে মলিন,
থাকবে তুমি কেমন করে এই আশেকের পার না করে
হে আল্লাহ, ইয়া গাফুরুর রাহিম।

পাপী কিন্তু প্রেমী তোমার প্রেম বিহনে নেই কিছু আর
আমলনামা ছুড়ে ফেলে করোনা তিরস্কার,
গ্রহণ করে নাও গো খোদা এ বান্দার প্রেমো উপহার
ইয়া জলিলু ইয়া জব্বার, ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তার।

স্বর্গ কিংবা নরকুন্ডে যেথায় আমায় ঠাঁই গো দেবে
দুই স্থলেই আমার দুর্দিন দয়াল খোদা তুমি বিহীন,
প্রেমের স্বার্থেই এই হৃদয়ে হও তুমি সমাসীন
ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমানুর রাহীম।

মুমিনের জীবন

পৃথিবীটা মুমিনের যেন জেলখানা
ইচ্ছের মূল্য নেই চার আনা,
কুফরীতে খোল যদি দ্বীনের দস্তানা
দুনিয়াটা হবে তব বেহেস্ত খানা।
আবেগ অনুভূতি করে বেসামাল
অল্পেই ঐ মুখ হয় কেন লাল?
চারিদিকে সংশয়ের দেখি ধুম্রজাল
মন চলে আকাশ-পাতাল!
এত পাই তবু চাই প্রতিটি লগন
লাগামে হাতটি রাখো সারাক্ষণ,
ঘ্রুণাক্ষরেও টের পাবে না যখন
সবকিছু ভেস্তে গেল যে কখন!
দুনিয়ায় তুমি ভাই এক কয়েদি
সব চলে মেডের ইশারায়,
পড়েছো খাদে নিজ কর্ম দোষে
কে এখন বাঁচাবে তোমায়?
কণ্ঠে তোমার দ্বীনের কালেমা
সতর্কে ফেলো প্রতি ধাপ,
ইচ্ছেকে ফু দিয়ে উড়াও বাতাসে
পা ফসকিলেই হবে পাপ।
রবের ফয়সালা শেষ কথা দুনিয়ায়
দিনশেষে মোরা নাচের পুতুল,
চাইলেই হবে কি সব নিজের মত
ভবে স্বাধীনতা বড় অপ্রতুল।
কুফরের চাদরে যার অন্তর ঢাকা
বুঝবে কি এত শত কথা,
জীবন দিয়ে যদি পাঠালে খোদা
তবে কেন এত নিয়ম এত প্রথা?
সৃষ্টির রহস্য এখানেই লুকিয়ে
এত শত কানুনের ফাঁকে,
শয়তানি ওসওয়াসা দূরত্বে রেখে
কে খোদার পানে চেয়ে থাকে।
প্রশান্ত হৃদয় যার এড়িয়ে চলে পাপ
নফসে মুতমাইন্না তারে বলে,
পাপ কাজে সদা থাকে আকর্ষিত মন
নফসে আম্মারা তাজা হলে।
মুমিনের মৃত্যু যেন প্রেম উপহার
কত তাড়াতাড়ি হাতে পাই!
প্রার্থীব জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে আজই
প্রিয় খোদার রাহে মিশে যাই।
দুনিয়ার তামাশায় মত্ত যে জন
মৃত্যুকে লাগে তার ভয়,
ধরা খেয়ে আফসোসে কাঁদে হায় হায়
অজান্তেই হায়াত করেছি ক্ষয়!

দুর্দমনীয় পাখি

মন যেন এক দুর্দমনীয় পাখি
আমার কি আর সাধ্য আছে
মনকে বেঁধে রাখি!
ফুরুত কইরা উড়াল দিয়া
কোথায় জানি যায়?
তাহার কি আর আছে ঠেকা
হুদাই আমারে সুধায়!
যার পাখির ডানায় লাগে আগুন
অশ্রুতে ভরে আঁখি,
বলুন মুখ দেখে তার মনের খবর
আমরা ক'জন রাখি?
করজোড়ে বলি পাখি যাসনে গহীন বনে
মন কি আর আমার কথা শোনে,
সারাবেলা উদাস থেকে কার আশে
অপেক্ষার প্রহর গোনে।
জানিনা আমায় পাগল করে
মরার পাখি আছে কোনখানে?
অবেলায় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে দূরের বনে
আর দিস না পাখি ব্যাথা আমার প্রাণে!

চান্নি পসর রাতে.....!

রাতের কালো মুছে আলোয়
পূর্বাকাশে সুরুজ ওঠে,
কোন পিদিমের আলোয় আমার
মনের আঁধার কাটে!
গাঙ্গের জলে ঢেউয়ের তালে
চান্নি খেলা করে,
তোর-ই লাইগা পরান আমার
ধড়ফড়াইয়া মরে।
প্রেমের দোষে দোষী আমি
তুই হইলি রানী,
সব হারিয়ে মন জমিনে
পেলাম দুঃখের খনি।
দূর আকাশে ঝলমল করে
নক্ষত্র বিন্দুর মালা,
তোর পিরিতে পুইড়া আমার
অন্তর হইলো কালা।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু
তোর মনেরই খবর,
তাহলে কি খুঁড়তাম আমি
নিজেই নিজের কবর!
তোর ভালোবাসা মিছে আশা
শুনেছিলাম কত,
এই দুনিয়ায় কপাল পোড়া
কেউ নাই আমার মত!
ছেড়েই যদি যাবি রে বন্ধু
ধরলি কেন হাত,
আঁধার ছাড়া আয় দেখে যা
কেউ নাই আমার সাথ।
সখীর প্রেমের বিষের জ্বালায়
প্রাণ যায় অপঘাতে,
বিদায় নিতে চাই গো ভুবন
চান্নি পসর রাতে.....!

ভয় নেই মায়াময়ী!

ভয় নেই মায়াময়ী, আমার জগৎ সংসারে
ভালোবাসার যে শূন্যতা, তা পূরণ করার জন্য
তোমাকে অনুরোধ করবো না।
আশ্বস্ত করছি আমার জন্য তোমার কোন
সুখের জলাঞ্জলি দিতে বলবো না।
এমনকি তোমার কাছ থেকে কোন ধরনের
সমবেদনাও কামনা করি না।
শুধু অন্তর থেকে চাই তুমি ভালো থাকো।
আমাকে নয় নিজেকে নিয়ে মেতে থাকো
সেদিনের দেখা হওয়ার মুহূর্তটুকু ভুলে যেও
যেমন ভুলে গেছো আমাকে দেওয়া
তোমার কত কথা, শোকগাথা!
মায়াময়ী, জীবনটা এখনো অন্যরকম
হয়তো এমনই হওয়ার ছিল, হয়তো এমনই হয়,
ঘুনে ধরা কাঠের মত চারপাশ থেকে
হতাশা জীর্ণতা একটু একটু করে করছে ক্ষয়।
আচমকা ঐ চোখ ভিজে উঠেছিল কেন?
হাতটাও কাঁপছিল মৃদু,
কপালেতে জমে ছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম
কিসের তারাই হাতঘড়িটা দেখছিলে শুধু।
মায়াময়ী, ঘুণাক্ষরেও যেন স্পর্শ না করে
কভু অনুশোচনা তোমায়,
জীবনে এমন কত ছোট ছোট ভুল
মানুষ তো করে হামেশাই,
ভেবো নিও তেমনি একটি ভুলে
মন দিয়েছিলে আমায়!
আর কোন নতুন কথা আজ বলো না
দিনগুলি নিয়মেই কেটে যায় যাক
তোমার আমার ভালোবাসার গল্প
এভাবেই অনন্তকাল বেঁচে থাক।

তবুও স্বপ্ন দেখি !

আক্ষেপের ঘন কুয়াশায় আবদ্ধ মন
আশা'রা ঘুরছে ধুলীর ঘূর্ণিপাকে,
শবের মিছিল ক্রমেই দীর্ঘতর হতে দেখি
চারিদিকে আচ্ছন্ন এ কোন শোকে।
ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্বিনীতির যুদ্ধ
সমরাস্ত্রের বিপুল ঝনঝনানি,
তীব্র তাপদাহ খরা বন্যা মহামারী ক্লিষ্ট হয়ে
আজ অশান্ত বসুধা ভূমি।
আজ পরিত্যক্ত সভ্যতা ভূলণ্ঠিত মানবতা
হাহাকার চিৎকারে দিকভ্রান্ত জনতা,
ভয়ার্ত চোখে দেখি চারেদিক নেই নির্ভরতা
ওরে কে দিবে বাঁচার আশা!
প্রতিদিনের দেখা রঙিন স্বপ্নগুলো একেকটি
বিবর্ন জলছবি হয় ক্রমেই,
তবুও স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকি
একদা এই সোনার মানুষ গুলো বদলাবেই।
আবারো দেখব প্রতিটি হাস্যজ্জল শিশুর
টোল পরা গালে রৌদ্রের খেলা,
প্রতিটি মানুষ পাবে নির্ভরতার হাত
আবারো জমবে প্রাণের মেলা।
আবারো পাখিদের কলকাকলিতে
মুখরিত হবে দিগন্ত প্রান্তর,
দুঃখের দুয়ারে ঝুলবে বিরাট তালা
অনাবিল সুখ হবে নিরন্তর।
পৃথিবীর আকাশে কভু উড়বে না আর
ধ্বংসের কালো ধোঁয়া,
রংধনুর সাত রঙে আচ্ছাদিত হবে নীলাম্বর
প্রতিটি জীবন পাবে অনুরাগ এর ছোঁয়া।
মৃত্যুতে থাকবে না আক্ষেপ কারো
মানুষ পাবে জীবনের স্বাদ,
চলো ঐক্যের শক্তিতে অসুর বধ করি
যেন আর কোন স্বপ্ন না হয় বরবাদ।